



বুদ্ধস্য তৰুণী ভাৰ্য্যা ।

—○—
গ্রহসন ।

(ষোড়শীকো নববঙ্গ নাট্যশালা
হইতে প্রকাশিত ।)

“সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ
সন্ধিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ ”

—○—

কলিকাতা ।

বেম্‌টিক্‌ ক্রীট, ৮০ নং কলিকাতা প্রেসে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৮০ সাল ।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

রাজীব গজোপাধ্যায় । মণিরামপুরের জমীদার

রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় রাজীব বাবুর প্রতিবাসী

শ্যামাপদ } গ্রাম্য যুবকদ্বয় ।
প্রিয়নাথ }

রঘুনাথ বিশ্বাস পুলিশ দারোগা

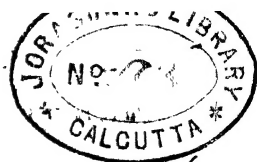
গোকুলচন্দ্র জনৈক বিদেশী

ভৃত্য কন্ঠেবল, ইত্যাদী ।

স্ত্রীগণ ।

হেমাজিণী রাজীবের তৃতীয় পক্ষের সংসার

ফুলমণি হেমাজিণীর দাসী



বুদ্ধস্য তৰুণী ভাৰ্য্যা ।

প্রহসন ।

প্রথমাস্ক ।

রাজীব বাবুর দরদালান ।

রাজীব বাবু ও রামকান্ত আসীন ।

রাম । (ধূম পান করিতে করিতে) ওহে ভায়া বুঝলে কি না ; “সৰ্বমত্যন্তং গৰ্হিতং” অতোটা কিছু নয় ।

রাজী । (স্বগতঃ) তা বড় মিছে নয়, কিন্তু করি কি ? (প্রকাশে) ওহে রামকান্ত বলোকি ? স্ত্রীরত্ন ! তাকে কি অনাদর করা যায় ? কথায় বলে “স্ত্রীরত্নং মহাধনং,” স্ত্রী মাথার শিরোমণি ; পরম পূজ্য দেবতা, অতবড় সামগ্রী কি আর জগতে আছে ? ধন সোনা ওর কাছে কোন্ ছার ?

রাম । যদি মাথার শিরোমণি তবে দিন্‌রাত মাথায় ধোরে বোসে থাক না কেন ?

রাজী । হ্যা ! হ্যা ! হ্যা ! চাটুষ্যে তুমি রহস্য করো আর যাই করো, ভায়া, ও স্ত্রীচরণের ছুঁচো সব বেটাই ;

এই বেটা বোলেই বোল্লেম্ অধিক আর বল্বে
কি ?

রাম । তোমার মতন যারা তাদেরই ঐ দশা ।

রাজী । কেন কেন, চাটুষ্যে ও কথাটা বোল্লে কেন ? আ-
মার কি দোষ দেখ্লে ভাই ? তুমি কি তোমার
নাগ্কে ভালবাস না ?

রাম । স্ত্রীকে ভাল কেনা বাসে ? তবে অতিবাদ কিছুই
নয়, স্ত্রী ওট্ বোল্লে ওটা, আর গোস্ বোল্লে বসা, সে
অতি কাপুরুষের কায ।

রাজী । বটে ! ভালবাসার কথা যদি বগ্লে, তবে আমার
মতে খুবই ভাল বাস্বে । স্ত্রীকে প্রাণের সহিত,
(শ্রীবিষ্ণু) প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বাস্বে ।
বল কি চাটুষ্যে স্ত্রী পদার্থ খান। কি ? স্বয়ং শক্তি-
তাতে আবার দেহের অর্দ্ধাংশ-ভাগিনী, যে স্ত্রীর
অবাধ্য হয় তার উচিত দেহের অর্দ্ধাংশ কেটে ফেলে
দেওয়া । ভাল চাটুষ্যে তুমি এত প্রবীণ হোলে স্ত্রী
কি বস্তু, তা আজও চিন্তে পাল্লে না হে ?

রাম । (নিশ্বাস ছাড়িয়া) “বুদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।” তোমায়
আর বোঝাব কি ? বুড়ো হোয়ে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি
ক্রমে লোপ্ পেয়ে আস্চে ।

রাজী । আমার বুদ্ধির কিছুমাত্র তঞ্চক হয় নি, এতটা
বয়েস হয়েচে তবু আমার জ্ঞান টন্টনে । ওহে ভা ।

আমরা যা করি তা ভেবে চিন্তাই করি, তাতে কার দন্তক্ষুট করবার যো নাই। আর বয়েস হোলেই যে বুদ্ধির ব্যতিক্রম হবে তার মানে নাই। যত বয়েস হয় ততই বুদ্ধির জমাট বাঁধে, আর তাই যদি হবে, তা হোলে তুমিত আমার চেয়ে দুবছরের বড়, সুতরাং আগে তোমার মতিচ্ছন্ন না হোলে আমার আর হচ্ছেনা।

রাম। ভায়া বুদ্ধি শাস্ত্রে তোমার তো খুব অধিকার দেখুচি?

রাজী। হ্যা! হ্যা! চাটুয্যে সে কথা যদি বল তবে তোমায় আর বলতে কি? এই ছেলে বেলা নাগাত পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে ক্রমাগত শাস্ত্রালাপু করছি। আর পূর্বে তর্কপঞ্চাননের টোলে এক বৎসর ন্যায়শাস্ত্র পোড়ে ছিলেম। তিনি আনায় যথেষ্ট ভালোবাসতেন, এখনও বাসেন। আমি তাঁকে কিছু কিছু বাম্বিক দিয়ে থাকি।

বাম। ভায়া তোমার সব ভাল, কিন্তু এবয়েসে বিবাহ কোরে কাষ্টা বড় ভাল করেনি। তুমিতো কার কথা শুনলেনা! না শুনে তোমাকে অনেক দুখে ভুগতে হচ্ছে। এখন উল্লাসে কিছু টের পাচ্চোনা।

জী। তোমায় বোঝান দুস্কর, আমি পূর্বাপর বোলে আশুচি যে প্রাণিধান না কোরে একাজে কখন

প্রবৃত্ত হইনি। ভায়া দেখ আমার পুত্র সন্তান নাই।
যার পুত্র নাই তাকে অন্তে নিরয় গামী হতে হয়,
কথায় বলে, “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভায়া। পুত্র পিণ্ড
প্রয়োজন” জান্লে কি না ?

রাম। ওহে গাঙ্গুলি তোমার কিসের অভাব, তোমার
পৌত্র, দৌহিত্র সকলই বর্তমান। আর কি পুত্র
সন্তান ? বিধাতা রাখলেন না তা কি কোর্বে ?
তা বোলে এ বয়েসে বিবাহ করা, নালা কেটে জল
আনা, অধর্মের ভোগ, কথায় বলে “বিবাহ তৃতীয়
পক্ষে, সে কেবল পিত্তিরক্ষে”।

রাজী। আমার সকলি আছে সত্য, কিন্তু ভাই বল্ তো
কি, এরা অসময়ের কেউ নয়। ভায়া যখন আমার
অসময় হবে তখন আমার সেবা করে কে ? শরীর
ব্যধিগ্রস্থ হলে, স্ত্রীর দুটো কথা শুনলে যতটা
সুস্থ বোধ হয়, লোকে কাষে তার চতুর্গুণ কোলে
কিছুমাত্র হয় না। তুমি বল্চো এবয়েসে বিবাহ
করা অধর্মের ভোগ। কেন আমি কি অশাস্ত্রীয়
আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে ছিলাম ? ভায়া তা মনেও
কোরোনা ; মনু কি বল্চেন তা জান।

“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রশস্ত্য দ্বার কর্মণি।

ষথাকামপ্রবৃত্তানাং ইমেযাঃ এমশো বরাঃ ॥”

ওহে ভায়া, ব্রাহ্মণের যদি রতি ইচ্ছা হয় তা হলে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা প্রভৃতি যাকে তাকে বিয়ে কস্তে পারে, ব্রাহ্মণীর তো কথাই নাই। আর দেখ বিবাহ হচ্ছে তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক আর কাম্য। আমার হচ্ছে নৈমিত্তিক বিবাহ, কারণ আমি পুত্রের নিমিত্ত বিবাহ করছি। দ্বিতীয়তঃ আমি হচ্ছি কুলীনের ছেলে, কাম্য বিবাহ আমারই তরে, আমি যটা ইচ্ছে তটা বিয়ে কোস্তে পারি, এখনও মনে কোলে দশটা বিয়ে কোস্তে পারি তাতে কিছুমাত্র অধর্ম নেই।

রাম। (স্বগতঃ) এখন একটাই সামলাও (প্রকাশে) বটে; যটা ইচ্ছে তটা পার এমত কে দিলে?

রাজী। যটা ইচ্ছে তটা পারি! এমত সকলেই দিয়েছেন, আর দেবেনও বোধ করি, কেবল বিদ্যাসাগরই আমার বিপক্ষে! আহা! বিদ্যাসাগর তো বিদ্যেয়সাগর বলেই হোল। বেটার কি বিদ্যা গো? রাজ্যের রাঁড়ী ভুঁড়ীর বিয়ে দিয়ে ফেললে। জাত কুল সব খেলে, সতীত্ব ধর্মটাকে একেবারে জলে ভাসিয়ে দিলে। যাহোক্ বেটা, বহু বিবাহ বাদ পুস্তক খানা লিখে খুব জঙ্ক হয়েছে, তর্ক-বাচস্পতির কাছে খুব গাল খেয়েছে। বেটার যেমন কর্ম তেমনি ফল।

রাম । তর্ক বাচস্পতির নাম করোনা, ওঁর মনের স্থিরতা নাই । ব্যাপকতা করতে খুব পারেন ।

রাজী । ওহে চাটুষ্যে তুমি তর্ক বাচস্পতির নিন্দা করোনা, তুমি তাঁকে ভালরূপে জাননা, তর্ক বাচস্পতি একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ ।

রাম । ভাল, অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ হোলেনই বা, তা তিনি ধর্ম শাস্ত্রের ধার ধারেন কি ?

রাজী । চাটুষ্যে তুমি অমন কথা মুখে এননা, যার ব্যাকরণ শাস্ত্রে দখল আছে তাঁর সকল শাস্ত্রেই অধিকার আছে ।

রাম । বলো কি ? আমি তা জানতেম না, তবে তো নিন্দা করা ভাল হয়নি ।

রাজী । তার সন্দেহ কি ? অতি গর্হিত কার্য্যই হয়েছে, গুরু নিন্দা অধোগতি তা জান ?

রাম । তাজানি ; আচ্ছা বাচস্পতি মহাশয় (শ্রীবিষ্ণু) বৈয়াকরণ মহাশয় তেমোর বিবাহের মত দিয়ে ছিলেন কি ?

রাজী । দিয়েছিলেন বৈকি ? আর তিনি না দিলে ও মনু আমার পক্ষে আছেন । মনুর কাছে কারো ট্যাটো করবার যো নাই । তুমি মনু পড়েছ ?

রাম । কৈ না ভাই ।

রাজী । তুমি মনু খানা এক বার পোড়ো ; তাতে ঢের

ভাল ভাল কথা লেখা আছে, রামায়ণ, মহাভারত
সকলই মনু ভাঙ্গা, 'যেমন কানু ছাড়া গীত নাই'
তেমনি মনু ছাড়া কোন কথাই নাই।

রাম। তা যাই হোক ভাই মনুই স্বপক্ষ হোন্ আর
বাচস্পতিই মত্ দিন্। এত বয়েসে বিবাহ করা
অধর্মের ভোগ বলতেই হবে। তোমাকে ঢের
ভুগতে হবে আর ভুগ্‌চোও।

রাজী। সে কেমন সে কেমন চাটুয্যে, ভুগছি কি বল?
রান। (স্বগতঃ) একথাটা কেমন কোরেই বা বলি,
(প্রকাশে) বলোকি ভায়া? এ বয়েসে পাকাঁচুলে
কলপ্ দেওয়া, কালাপেড়ে ধুতি পরা, চুল পেন্‌চুট্
করা, গোঁপে তা দেওয়া, নিধুর টম্পা অভ্যাস
করা, একি কন্ কর্মভোগ? ব্রাহ্মণের ছেলে,
ত্রিসন্ধ্যা কোরবে, পূজা কোব্বে, আত্মিক কো-
ব্বে, তপ্ কোব্বে, এইতো তোমার কায্।
এখন সে সব ঘুঁচৈঁ গিয়ে মাগ সর্বস্ব হোলে
কি চলে? আরো দেখ তুনি——

রাজী। কি জান চাটুয্যে, বলি রসিকা রমণীর মনোরঞ্জন
করতে হোলে এ সকল চা—ই—চাই। বিশেষতঃ
আমার সদৃশ প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে তরুণী ভাষ্যার
মনোরঞ্জন কোত্তে হোলে, এই গুলিই হোচ্ছে
প্রধান উপকরণ। বোলতে কি ভাই। যেমন

পতিব্রতা নারীর পতি সেবাই হচ্ছে, প্রধান ধর্ম। সেইরূপ স্ত্রীব্রত স্বামীর স্ত্রী সেবাই হচ্ছে একমাত্র কর্তব্য কর্ম। স্ত্রীর সেবা কলোই সকল ধর্ম বজায় থাকে। ওরে—এ—এ মাথা তামাক দেরে;—তা যাছোক আমি এ বিষয়ে আর কিছু বোলতে চাইনে, কি জানি যদি তোমার সঙ্গে ঐক্য না হয়। তা তুমি কি বোল্ছিলে বল। (ভৃত্যের তামাক লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান)।

রাম। (স্বগত) ব্রাহ্মণের যে রকম দেখুচি এখন না খেপ্লে বাঁচি। (প্রকাশে) বলি তুমি যার জন্যে এতটা কষ্টে, সে তোমায় ভাল বাসেত? তোমার তো বাধ্য বটে? আর তোমায় মান্য করে তো?

রাজী। ভায়া গৃহীনি আমার সতী লক্ষ্মী, তিনি আমাকে যে কতখানি ভাল বাসেন তা আমি এক মুখে বোলতে পারিনে। ভক্তি, শ্রদ্ধা যত দূর কোরতে হয় তা করেন। আমি ঘরে যাবা মাত্র পাখোবার জল দেওয়া, স্বহস্তে গাত্র মার্জনা কোরে দেওয়া, আমার আহারের পর ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ পাওয়া, আর শয়ন সময়ে পদসেবা করা ইত্যাদি স্বামীর প্রতি ষতদূর কর্তে হয় তা করেন; আর বোলেন যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসেন; তবে কি জান, এখন ছেলে মানুষ না কি? তাই সময়ে এক একটা

আব্দার ধরেন। কিন্তু বয়েস হোলে আর সেটা থাকবে না।

রাম। (স্বগতঃ) এখন স্পষ্ট বলাই শ্রেয়ঃ (প্রকাশে) তা হলেই ভাল, কিন্তু তাই “সৰ্বমত্যন্তংগর্হিতং” আর “অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ” এই কথা দুটি যেন ভাল রূপ স্মরণ থাকে।

রাজী। কি বললে চাটুষ্যে কি বল্যে? ও কথা আর মুখে এনো না, অন্যে হোলে, আজ দশ কথা শুনিযে দিতেম্। কি বোলবো তুমি হচ্চো আমার প্রাণের বন্ধু তাই কিছু বোল্লেম না। তাই তুমি বিশেষ জান না, তাই অমন কথা বোল্লে। তুমি আমার পরিবার কে দেখনি, আমার স্ত্রী যেমন, এজগতে তাঁর তুল না পাওয়া ভার।

রাম। আমি তোমার পরিবারকে দেখিনি বটে, কিন্তু তোমা অপেক্ষা তাঁকে ভালরূপ জানি।

রাজী। আমার মাথা খাও চাটুষ্যে, কি জান বলতে হবে?

রাম। আমি তাই বোলতে এসেছি, কিন্তু শুনলে তুমি দেখচি রক্ষ হবো, স্মতরাং না বলাই শ্রেয়ঃ।

রাজী। না, না, না, তোমায় বোলেতেই হবে আমি কিছু মাত্র রাগ কোরবোনা তুমি সে ভয় কোরনা।

রাম। সত্য বলতে ভয় আর কি? বিশেষতঃ আবার তোমাকে বল্চি তুমিতো আর আমায় ছিঁড়ে খাবেনা?

রাজী। হুঁ ঠিক কথা, বেশ কি বোলবে বল।
 রাম। ভাই হে তোমার পরিবারের চরিত্রের প্রতি খুব
 দৃষ্টি রেখো। তাঁর চরিত্রের প্রতি আমার কিছু
 সন্দেহ হয়। আর আমি বিশ্বস্ত স্ত্রী শুনেছি তুমি
 তাঁকে যে রূপ ভাবো তিনি সেরূপ নন।

রাজী। অঁা কি বোল্লে? ও হোঃ! হোঃ! কি সৰ্ব্বশেষে
 কথা। চাটুয্যে তুমি আমায় শড়পি দিয়ে বিঁদে
 ফেল্লেনা কেন? তলোয়ারের চোটে আমাকে ছুটু-
 কেরো কল্লেনা কেন? তুমি এ মিছে কথা শুলো
 আমায় কেন শুনালে? আমি দেখ্ছি আজকের
 কালে কোন শালা কারো ভাল দেখ্তে পারে না।

রাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সকলই যেন মিছে
 হয়। কিন্তু আমি যত দূর জানি তা বোধ হয় বড়
 মিছে হবে না।

রাজী। আর না চাটুয্যে! থাক্ থাক্ আমি যাইযে, এই
 দেখ আমার প্রাণটা বুকেব ভিতর ধড়কড় কোচ্ছে।
 বুঝি সেরুলো, ওমা কি হোলো যা (ক্ষণেক নিশ্বাস
 থাকিয়া) চাটুয্যে এ কথা তুমি কোথা শুন্লে, কোন্
 শালা এ অপকলঙ্ক রটালে? আমি তাকে দেখ্বে, সে
 রাজীব গাঙ্গুলিকে ভাল রূপ ছেনেনা, জলে
 বাহু কোরে কুণিরের সঙ্গে বাহু! আমি তার ভিটে
 মাটী চাটী কোরবো, তাকে সাত্ঘাটের জল খাও।

যাবো । তার পাকা খানে মৈ দোবো । তার সপূরী
একগার কোরবো । অম্পে ছাড়বো, রাজীর গাঙ্গু-
লি নছোড়বন্দা, বড় সক্ত ছেলে ।

রাজ । আমি তখনি বোলেছিলাম তুমি শুন্লেই রাগ
কোরবে ।

রাজী । (সক্রোধে) আরে এ যে রাগেরই কথা !
ভদ্রলোকের অপকলঙ্ক, তাতে আমি জমিদার, কোন
শালা কি আমায় চেনে না ? আমি তোমার কাছে
বিশেষ তদন্ত নিয়ে গাঁথানা একেবারে তোলুপাড়
কোরবো, আর যে এই অপকলঙ্ক রটিয়েছে তার
রক্ত দর্শন কোরে তবে জল গ্রহণ কোরবো ।

রাগ । তোমার মত পাগলতো আর দুটি নাই, তুমি কি না
ঘরের কুৎসা লয়ে দেশরাষ্ট্র করতে চাও । লোকে
শুনলে বলবে কি ? গাঁয়ের লোকে যেন কিছু নাই
বোলে । অপরাপর লোকে কি মনে করবে ? এটা
যদি সম্পূর্ণ মিথ্যা হয় তাহলেও সকলে সন্দেহ
করবে । আর সত্য হলে তো অপমানের শেষ
নাই । আবার প্রকাশ্যরূপে মারপিট করবার আই-
নও নাই । যদি একটা থুন হয়, তা হলে কো-
ম্পানি বাহাছুর থুনের বদলে থুন নেবে । আমার
মতে প্রকাশ্য ভাবে একরূপ করা কোনমতেই
উচিত নয় ।

রাজী ! হুঁ !!! তা বড় মিছে নয়, ভায়া তবে কি কো-
রবো। আচ্ছা তুমি আমায় সব ভেঙ্গে চুরে বল.
আমি অন্য কোন রকমে এর প্রীতকার কোরবো।

রাম। আমি বিশেষ তদন্ত বোলতে প্রস্তুত আছি কিন্তু
কোন সূত্রে অবগত হয়েছি সেটি বোলতে পার-
বোনা, কারণ আমি পূর্বে প্রতিশ্রুত হয়ে সকল
কথা বার কোরে নিয়েছি। সূতরাং তার নাম
করাটা ভাল দেখায় না।

রাজী। (স্বগত) বোধ করি ফুলমণি বেটীরই কাছ বেটী
: কিছু কারচুপি খেলেচে। ঐ বেটীই বুঝি আমার
সর্কনাশ কোরেছে (প্রকাশে) তুমি মোট কথাটা
কি তাই বল ?

রাম। ভাই আমি শ্রুত আছি যে এই গ্রামের দুটি যুবক
তোমার সর্কনাশে প্রবৃত্ত হয়েছে। তাহারা প্রায়ই
অবাধে তোমার পুরী মধ্যে প্রবেশ করে। আর
তোমার গৃহিণী ঝাঁকে তুমি অতি সাধু বোলে জ্ঞান
করো, তিনি নিজেই তাঁদের আহ্বান কোরে গুপ্ত
ভাবে আপনার অভিনীত সিদ্ধি করেন। তবে তিনি
নাকি খুব চতুরা, তাই বাহে একরূপ ভাব প্রকাশ
করেন যে তুমি কিছু মাত্র সন্দেহ কোরতে না
পার।

রাজী। (স্বগত) সন্দেহ অনেক দিনই হয়েছে কিন্তু কিছু

তো বুকতে পাচ্চিনে । (প্রকাশে) ভায়া একথা
কোন মতেই বিশ্বাস হয় না ; আমার প্রেয়সী যে
অতি স্বশীলা । তাঁর এমন মতি কখনই হবে না
আর নষ্ট স্ত্রীলোকের চেহারা দেখলেই চেনা যায় ।
তাঁরতো চেহারা বেশ আছে কিছুমাত্র বেগুড়ায়নি ।
রাম । বিশ্বাস করো আর নাই করো কিন্তু খুব সাবধানে
থেকো ।

রাজী । সাবধানে আমি খুবই আছি, আমার কপালে
দুটো ভাঁটার মতন চক্ষু রয়েছে কি কোন্ডে ?

রাম । এখন আরও সাবধান হওয়া কর্তব্য ।

রাজী । তা আর একবার কোরে বোল্‌চো, একথাটা শুনে
অবধি আমাব প্রাণটা যে কি কষ্টে, তা আমিই জানি
আর গুরুদেবই জানেন । আমি পূর্বেরকার অপেক্ষা
শত গুণে সাবধান হবো । এবার বেশ কোরে আট
ঘাট বন্ধ কোরবো । (চিন্তা)

রাম । (স্বগত) ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে, এখন ইহা-
কে অন্য মনস্ক করা কর্তব্য (প্রকাশে) ভায়া ভাব্‌চো
কি ? একটা কথা বলি শোন ?

রাজী । (সচিন্তিত ভাবে) অঁা কি বল ?

রাম । শুদ্ধিচিনাকি মীরপুরে বড় দিঘীর পাড়ে এক কলস
স্বর্ণমুদ্রা উঠেছে ।

রাজী । আরে না না না ! ওকথা তোমায় কে বোলে ?

তুমি আজ সব আকাশ তৌড়া কখন কোথেকে বার
কোচ্চ ?

রাম । তোমার নায়েব গোমস্তার ঘুখে শুক্লেম :

রাজী । ছুমিও খেবন । বংকিঞ্চিৎ রোপ্য সুদা উঠেচে
তা সে অতি সাধান্য ।

রাম । তা যাইহোক সে টাকাটা তোমার গ্রহণ করা
কর্তব্য নয় ।

রাজী । কেন ? আমার জমীতে উঠেচে সে তো আমারই,
তা আমি মোবোনাতেও নেবে কে ? রাস্তার ছড়িয়ে
দিতে হবে নাকি ?

রাম । তোমার জমীতে উঠেচে সত্য, কিন্তু কুড়িয়ে
পাওয়া খন ঘরে রাখতে নাই । সৎকর্মে ব্যয় করা
কর্তব্য ।

রাজী । সৎকর্মে ব্যয় করো না তো কি সে টাকা জমিয়ে
রাখবো ? আমার খনের কয় কি বলত ? আমার
অন্ন খার কে ?

রাম । দটেইকো । তা বলি কি মনিরামশুর্মে একটা
ইংরাজী ইস্কুল স্থাপন করলে ভাল হয় না ?
এখানেতো একটাও স্কুল নেই ।

রাজী । স্কুল স্থাপনের কথা যদি বোলে, আমি তাতে
বড় নারাজ, আমা হোতে সেটি কোর ক্ষতই হবে
না । কি জানা এখনকার ছেলেলিলে বড় ব্যাধক

দুপাট্ট ইংরেজী লিখে হিন্দুধর্মটাকে-না দিয়ে
 বাড়িয়ে বসে। সেই জন্য আমি ইচ্ছুক কিছুকাল
 বড় ভাল বাসিনে, এবিষয়ে কার্য উপরোধ রাখিনে,
 আর রাখবোও না। আমার গুরু যদি আসেন
 তাঁকেও ভাগিয়ে দোবো। আমার ইচ্ছা যে ২৪টাকা
 মাহিয়ানা দিয়ে একজন গুরু মহাশয় রেখে একটা
 পাঠশালা খুলে দোবো, আর নিজের তার তদারক
 করোঁ।

রায়। তা যা ভাল বোকো, আর একটা কথা,—সম্প্রতি
 একজন কন্যাভার গ্রন্থ ব্যক্তি এসে ধোয়েচে, আর
 বড়দুঃ সাধ্য সাহায্য করেছি। এখন তোমার
 কাছে কিছু প্রার্থনা করে।

রাজী। (স্বগত) ছালালে বাপু। (প্রকাশে) কন্যা ভা-
 র গ্রন্থ ব্যক্তি—(নেপথ্যে) কর্তা বাবু বাড়ি আসুন
 বেলা অনেক হয়েছে। ওহে এখন উৎকণ্ঠার সময়
 আর কিছু ভাল লাগে না। এখন আমি উঠি,
 আর তুমিও বাড়ী যাও, সেই কন্যাভারগ্রন্থ ব্যক্তির
 বিষয় আমি বিবেচনা কোরে বোঝবো।

রায়। কিঞ্চিৎ দেওয়া নিয়ে বিষয় তার আবার বিবেচনা
 কর্বে কি?

রাজী। আচ্ছা আচ্ছা! তাকে কিছু দেওয়া যাবে। তা
 এখন স্নানাহার করোনে। আমি চলোঁ।

রাম । কিছু কি বলো ? দুই, দশ, না পঁচিশ ?

রাজী । পঁচিশ ! অতো, পারুবোনা, দশই দোবো, তা
এখন চল্লেম ।

রাম । আরে স্থির হওনা, তুমি তো আর পারোনা বাড়ী
যাওনী ? তা এত ব্যস্ত হোচ্ছে। কেন ? বলি দশ
টাকা কি তোমার মত ব্যক্তির উপযুক্ত দান ?

রাজী । (স্বগত) ভাল গেরোয় পড়েছি । ছিনে জোক.
কাঁচালের আঁচা আর ভট্টাচ্ছি বামন, কিছুতেই
হাড্ডে চায় না (প্রকাশে) আমি কিছুমাত্র চঞ্চল
হইনি, কি জানি উৎকণ্ঠার সময় নাকি তাই বল্চি ।
আচ্ছা পঁচিশ টাকাই দেবো, তা এখন এসো
তোমায় আর বোল্তে বোল্তে পারিনে বেলাটা
টের হোয়েছে ।

রাম । আচ্ছা ; আমি এখন চল্লেম (যাইতে স্বগত) ব্রাহ্মণ
যেমন স্ত্রীণ, তেমনি কৃপণ, এদিকে কিন্তু মাগের
গহনার নামে লাক্‌টাকা অম্লান বদনে খরচ কোর-
বেন্ । আর দানের বেলাই কেঁদে কোকিয়ে বার
কোরবেন্ তার আধার ভাবনা, বিবেচনা, হ্যান,
ত্যান, সাত্ সতের । সংসারে কত রকমই লোক
দেখতে পাওয়া যায় । (প্রস্থান)

রাজী । (পরিজ্ঞান) তাইতো আশ্চন্ কি কাপড় টাকা
ধাকে ? উহ্ ! কখনই না । আমি পূর্বে যা সন্দেহ

করেছিলেন এখন সেটি দেশ রাষ্ট্র হোতে চোল্লো ।
 ভাল !! রামকান্ত চাটুয্যো, আমার বাড়ীর খবর
 জান্লে কেমন কোরে ? আগিতো কিছু বুঝে উঠতে
 পাচ্চিনে । প্রেয়সী কি আমার সত্য সত্যই অসতী
 হোলেন ? আরে ছা ছা ছা ! তাওকি কখন সম্ভব
 হয় ? তিনি তো কখন এমন হন্থি । তিনিতো
 আমার তেমন নন্ । তিনি যে অতি সুশীলা, প্রিয়ে
 যে আমার সোনার লতা । (চিন্তা) আমার হৃদয়
 পিঞ্জরের পাখী কি সত্য সত্যই শিব্লি কেটে-
 ছেন ? না তা হোতেই পারেনা । তিনি—
 আমার আন্তরিক ভাল বাসেন । আর আমাবই তো
 তাঁর আর কেউ নাই ! (উপদেশন) কিন্তু যুলমনি
 ছুঁ দিকে আমার খুব সন্দেহ, বেটীর রীত চরিত্র
 বড় ভাল নয়, বেটীর রকম টাও ছেনাল । প্রেয়-
 সীর যদি কোন ভাল মন্দ হোয়ে থাকে, সে ও
 বেটী হোতেই হোয়েছে । বেটী কে আর রাখা
 হবেনা, বেটী বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা কোরে তু-
 লেছে । বেটীকে আলু জুতিয়ে লম্বা কোরে দোবো;
 (চিন্তা) না সহসা সেটা করা হবেনা । আগে
 ভাল কোরে জানি, তবে তার প্রতীকার কোরবো ।
 যদিও আমার মনে খুব সন্দেহ হোচ্ছে, তবু কোন
 মতেই বিশ্বাস হয় না । প্রিয়ে যে আমার প্রতি-

কূলচারিণী হবেন, তার তো কোন কারণই দেখিনি। আমি জানি যে স্ত্রীলোক খেতে পোস্তে না পেলো আর মনের সুখে না থাকলেই ভ্রষ্ট হয়। তা আমার তো অতুল ঐশ্বর্য, খাওয়া পরা তো রাজ সংসারের বাড়া। আর মনের সুখ না থাকবেই বা কেন? আমি তো আর কোন বিষয়ে অপটু নই। রতি শাস্ত্রে আমার খুবই দখল আছে। আমি হচ্ছি প্রবীণ নায়ক, পূর্বে দু দুটো সংসারের মনোরঞ্জন করেছি। আমি হচ্ছি এ বিষয়ে পুরাতন পণ্ডিত, কি রূপে স্ত্রীলোকের মন রাখতে হয় তা বিশেষ রূপে জানি; সুতরাং কোন বিষয়ের তো ক্রটি দেখতে পাইনে। তবে এমন হোলো কেন? (কিষ্কিৎ কাল নিরব থাকিয়া) আর হয়েছেই বা কি? আমার কিষ্কিৎ সন্দেহ হয়েছে, এই বইতো নয়, তা সে সন্দেহ আজ দূর কোরবো, আমি প্রেয়সীকে আজ বোলবো “বলি প্রেয়সী তুমি কি অসতী হয়েছেো” (চিন্তা) না, না, না, তা কখনই বলা হবেনা, ও কথা কি মুখে আন্তে আছে? প্রিয়ে আমার মুখে একথা শুনে গলায় দড়ী দেবেন, আমার হৃদয় পিঞ্জরের পাখী উড়ে যাবেন। বসন্ত কোকিলা অমনি নীরব হবেন। একটা কটু কথা বোলে কি জন্মের মত হাবাতে

হোয়ে বেড়াবো। তবে কি বোলবো? (চিন্তা) হাঁ সেই ভাল, রহস্য ছিলেই বোলবো 'প্রিয়ে তুমি কি আমায় ভাল বাসনা? আবার তাই বা কেমন কোরে বলি, তিনি তো আমায় যথেষ্ট ভাল বাসেন। ছরহোক্ !! উৎকণ্ঠার সময়, একটা কথা ও সংলগ্ন হোচ্ছেনা। তা যাহোক এ বিষয়ে আমার অবহেলা করা উচিত নয়। আমি প্রেয়সীকে খুব বুঝিয়ে বোলবো, হাজার হোক মেয়েমানুষ; দশহাত কাপড়ে যাদের কাছা নাই তাদের পেটের কথা বার করা কতক্ষণের মকদ্দমা, আমি সলিয়ে কমিলে দশটা কথা বোলে সব বার কোরে নোবো (বাহিরে দেখিয়া) বেলাটা ঢের হয়েছে এখন স্নান, আহা করিগে। (পারিক্রমণ) কিন্তু ফুলমনি বেটিকে আর রাখা হবে না, ও বেটী পাহাড়ে মেয়ে মানুষ, ওকে রাখলে ভদ্রস্থ নাই, আনার শূন্য গোল ভাল, ছুট গাইয়ে কাজ নাই। ও বেটীকে দূরকোরে দে তবে জল গ্রহণ কোরবো।

(ফুলমনির প্রবেশ ।)

ফুল। ও গো কত্তা দাঁড়িয়েঃ ভাবচো কি? আচ্ছ কি চান্ হবেনা ?

রাজী। ভাব্চি তোমার গুস্তির মাথা, তোমার শ্রাকের চাল চড়াচ্ছি।

ফুল । ওকিগো বাবুঃ বিক্রম কথা? আজ কি হয়েছে।

রাজী । আবার কি হয়েছে? বেটী তুমি জাননা, নচ্ছার
ময়না বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করেছে। বেটী
জুতিয়ে তোমার— —

ফুল । ওমা ও আবার কিগো বাবু তুমি অমন কোরে
আমায় গাল দা কেন? আমি কি করেছি।
দোহাই ধর্ম আমি সাক্ষী, আমি এর বাপ্পও জা-
নিনে। হে ভগবান তুমি রাক্তির দিন কোচো তুমি
এর বিবেচনা করবে। (রোদন) ভাল মাসের
... নেয়ে চাকরি বোন্তে এসেছি বোলে কি এত লাঞ্ছনা
ওমা কোথা যা যা মা, তখনি বলেছিযু যে জমী-
দারের ঘরে চাকরি কোরবোনা। শেষে আমাব
এই খোয়ার বোল। হা আমার কপাল! (শীরে
করাঘাত)

রাজী । তুই আর প্যান্ প্যান্ করিস্ নে, যা যা আমার
সাঙ্গে থেকে যা।

ফুল । (সরোদনে) আমি এই দণ্ডে দিদি বাবুকে বোলে
তোমার বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

রাজী । দিদি বাবুকে আবার বোলবি কি?

ফুল । আমার টাকা পাওনা আছে, টাকা নিয়ে বোলে
কোয়ে আজই গিয়েছি। (গমনোদ্যত)

রাজী । (স্বগত) ওতে দানুষটাকে একেবারে অতটা

বলা ভাল হয়নি, কথাটা অত্যন্ত গুরুতর হয়েছে।
 প্রেয়সী আমাব বড় অভিমানিনী তায় আবার ও
 প্রিয়ের বাপের বাড়ীর দাসী তিনি শুনলে পাছে
 রাগ করেন। কাষটা ভেবে চিন্ত্ত করাই উচিত
 ছিল। (প্রকাশে) ওরে ফুলমনি কোথা যাস্।
 হেঁরে তুই কি আজই যাবি ?

ফুল। যাব মাত কি লাতি কাঁটা খেতে থাকবো ? আমি
 এখনি যাব।

রাজী। দেখ বাছা তুমি রাগ কোরোনা, আচ্ছ আমার
 মেজাজ টা বড় ভাল ছিল না। তাই একটা কথটা
 মুখ না খাৎ বেরিয়ে গেছে। আমি তো তোমায়
 উঁচু কথা কখন বলিনে।

ফুল। আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবেনা।
 আমি চল্লেম। (গমন)

রাজী। আরে ফুলমনি দাঁড়াও দাঁড়াও আমার মাথা খাও
 যেওনা। আর দেখ বাছা তোমার দিদি বাবুকে
 একথা বোলোনা, আমি তোমায় মেঠাই খেতে
 কিঞ্চিৎ দোবো।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথমাক্স সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

হেমাজিনীর শয়ন গৃহ ।

প্রিয়নাথ ও হেমাজিনী ।

হেমা । (প্রিয়নাথের অঙ্কে মন্তক রাখিয়া) পুরুষ তো
লিকলিকাটা টিয়ে, ওরা কি পোষ্মানে, প্রথমে
ষার প্রেম পাশে বন্ধ হয় তখন এমনি ভাব দেখায়
যেন তাকে বৈ আর কাকেও জানে না । কত
বোল বলে, কত মিষ্টি কথা কয়, শেষে আপনার
অভীষ্ট সিদ্ধি কোরে তুলিয়ে ভালিয়ে পালাবার
পথ দেখে । পুরুষকে বিশ্বাস কোস্তে নাই, ঐষে
কথায় বলে “বনের হোলা খায় দায় আর বন
পানে চায় ।” তা ঠিক কথা—

প্রিয় । (হেমাজিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া) ও কথা কেন
বোলচো ভাই ।

হেমা । কেন বল্চি ? বড় দুঃখেই বোল্চি পুরুষকে
বিশ্বাস কোস্তে নাই ; যত কেন যত্ন করোনা, যত
কেন ভাল বাসনা, কিছুতেই ওদের মন পাওয়া যায়

না। ওদের দেহটা শঠতা আর চাতুরিতে ভরা।

প্রিয়। কি সে দেখলে?

হেমা। দেখেবে। আর কিসে। তুমি কেন আপনাকে যে দেখনা, আগে তোমার কি ভাব ছিল আর এখন কি ভাব দাঁড়িয়েছে।

প্রিয়। আমি তো ভাই ভাবের কোন জটী দেখতে পাইনে। আমার তখনও যে ভাব এখনও সেই ভাব, সব ভাবেই আছে, তবে তুমি যদি তিন ভাব, তো নাচার।

হেমা। কথায় যা বলো কাষে তা দেখি কৈ? তখন তখন প্রতি দিন আমার তত্ত্ব নিতে, এখন দশবার স্নেহ পাঠিয়ে ও তোমার বার লাগুয়া যার না, এখন তোমার কিছু পায়। তারি হয়েছে।

প্রিয়। সেই জন্যে বোল্‌ছিলে? সত্যি বোঝতে কি ভাই। আজ কাল আমার মনে কিছু শঙ্কা হয়েছে।

হেমা। তা হবেই তো, এখন যে শঙ্কা হবারি কথা, আগে হোতোনা। এত চাতুরিও শিখেছিলে। চাতুরি কলে তোমায় কে পারবে বল। তা ও তোমার দোষ নয়, ও তোমাদের জেতের স্বার্থ।

প্রিয়। জ্বিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ চাতুরি করিনি। বরং তুমি ফুলমণিকে জিজ্ঞাসা করো।

হেমা। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, যে খেলতে জানে সে কানা কড়িতে খেলতে পারে। আজ কালকেই

যেন একটা বিজ্ঞাট ঘোটে ছেলো । আর আর দিন
কি হয়ে ছেলো ?

প্রিয় । কি জান ভাই এই কদিন ধোরে বড় কাষের ভিড়
পোড়েছে । আর বুঝতেইত পার, আমরা হলেম
চাকরে মানুষ মনিবের মন যোগাতে হয়, আস্তে
রাৎ হয় কাষেই—

হেমা । বুঝতে সকলি পারি । মনিবের মন যোগাতে
হয় । আর আমার মন যোগাতে হবে সেটা মনে
নাই ?

প্রিয় । যা বোল্চো তা সত্যি, তোমার কাছে কোন
কায নাই । কিন্তু কি জান আমরা হচ্ছি সামান্য
লোক, পেটের খান্দা দেখতে হয় । তোমার
ভাতারের মতন তো আর জমীদারি নাই যে বোসে
বোসে খাবো ;—

হেমা । তোমায় কথায় কে আঁটবে ভাই ? কথায় বা বল্চি
কেন ? কিছুতেই আঁটবার যো নাই । পুরুষকে
কাষে বলো, কথায় বলো, চাতুরীতে বলো,
বুদ্ধিতে বলো, কিছুতেই পারবার যো নাই ।
আমরা হচ্ছি অবলা বিধাতা আমাদের বল শক্তি
কিছুই দেন্ নি, তাতে অবোলা সাত চড়ে রা বে-
রোয় না তা আমরা কি পুরুষকে আঁটতে পারি ।

প্রিয় । অবলা, অবলা ! ! !

হেমা । অবলা যদি প্রবলা হোতো তা হোলে কি পুরুষ মেয়ে মানুষের উপর আধিপত্য কত্তে পারতো? না তা হোলে মেয়ে মানুষকে সলিয়ে কলিয়ে মজাতে পারতো? তা যদি হোতো তা হলে মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষের কাঁদে চড়ে বেড়াতো, পুরুষকে মুটোর ভেতোর রাখতো, অতো জারিজুরি ঝাটতো না ।

প্রিয় । কোন্ না রেখেচো, অমন যে তোমার দিগ্গজ স্বামী তাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেচ । ঐ যে কপায় বলে 'পুরুষের আট গুন মেয়ে' ভাষা মিছে নয় ।

হেমা । তা বটেই তো বোল্বে বৈকি! ভাই আমার সোয়ামীর কথা যদি বল, তা তিনি তো আর মানুষ নন, একটি আস্ত গাড়ল বল্লেই হয়, সাথেও নাই পাঁচেও নাই, কিছুমাত্র কার্কোপ রাখেন না । তাঁকে বশ করা কি বড় কথা? তাঁকে বশ করাও যা, একটা বনের পশু বশ করাও তা, বরঞ্চ শেয়ালটা কুকুরটা বশ কোরতে দেরি লাগে । কিন্তু তাঁকে দুটো কথা বল্লেই গোলে যান । তিনি যদি মানুষ হোতেন তা হলে কি আর আমি পর ধোরে বেড়াই । যে মানুষ নয় তাকে বশ করায় আর বাহাদুরি কি? বলদেখি প্রিয়নাথ, তুমি যদি

আমার ভাতার হতে তা হলে কি তোমার কাছে
এ রকম কারচুপি খাটতো? এখনকার পুরুষদের
পেটে পেটে বুদ্ধি, মিষ্টি কথা প্রবঞ্চনা এদের গায়ের
অভরণ। এদের কাছে পার পাওয়া কিছু শক্ত কথা -
হুঁঃ! বলে পুরুষের আট গুণ মেয়ে, পুরুষের এক
গুণ পেলে বেঁচে যাই। বাবা! এঁদের খুরে
খুরে দণ্ডবৎ। তোমারও পায়ে নমস্কার। তুমিও
একজন, না বেশ্ যাহোক, আপনার কথা চাপা
দিয়ে শেষ আমায় নিয়ে পড়লে।

প্রিয়। তুমি কিছু মনে কোরোনা ভাই, কথার পিটে কথা
বোলতে হয়। তা যাহোক এখন ও কথা থাক
এস দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ করি।

হেমা। কথার পিটে কথা বলবে বৈকি ভাই, একশ বার
বলবে। তা যাহোক এমন কোরে দোষ ঢাকতে শি-
খলে কবে, আগে তো তুমি এমন ছিলে না। এখন
কাষ শিখেছ, ছুতো ছলা করো, আমার কাছে
আসতে তোমার নানান কাষ পড়ে। আমি আর
কি মনে কোরবো ভাই? সর্বদা তোমাই মনে
কোর্চি, এখন তুমি মনে কবো তবে না সিন্।

প্রিয়। আমি তোমার পায়ে হাত দে দিচ্ছি কোর্চি ভাই?

হেমা। ছি! কি কর পায়ে কি হাত দিতে আছে?

প্রিয়। না ভাই আমি যথার্থ বলছি তোমাবই আর

কাকেও জানিনে। দেখো আজও পর্য্যন্ত বিবাহ করিনি, কি জন্যে বল দেখি? কেবল তোমারই জন্যে। আর বিবেচনা করো তুমি হোচ্ছো গৃহস্থের মেয়ে, জমীদারের পৌ, তোমার কিসের অভাব। তুমি যে আমায় অনুগ্রহ করে চরণে রেখেছ আমার পরম ভাগ্য বলতে হবে। আমি তোমায় না ভাল বাসবো কেন? তুমি তো আমায় অনাস্থা করোনা যে আমি তোমায় অগ্রাহ করবো। কথায় বলে 'ভাল বাস কেমন, না ভাল বাস যেমন' তুমি যদি আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাস, আমি কি না ভাল বেসে থাকতে পারি?

হেমা। মরে যাই আর কি, কি কথাই শিখেছ, ঐ কথার গুণেই মরে আছি। তোমার মুখখানি যেন মিছুরির ছুরি।

প্রিয়। যা বলো তাই (নেপথ্যে পদশব্দ) কে আসছে।

হেমা। (হস্ত ধরিয়া) ও কি ও বসো বসো, কে আবার আশ্বে, ফুলমণি বুঝি। তোমার যে দেখে আর বাঁচিনে; এত ভয় কেন?

প্রিয়। ভয় যে কায়েই হয়, কি জান বড় মানুষের অন্তরে ঢুকতে হোলে, প্রাণটি হাতে কোরে ঢুকতে হয়। কি জানি কখন টুক কোরে মাতাটি কাটা যাবে। তাই সাবধান হোয়ে চোলেতে হয়।

হেমা । আমার কি ভাই সে ভয় নাই? আমি কি পারের
ছেলেকে খুন্ কোত্তে ঘরে আনি । তুমি কি ভাব
তোমার প্রাণে তোমারই মায়া, আমার মায়া
নাই । তাই যদি হবে তবে আর ভালবাসা কি !
তুমি প্রাণ হারাবে আর আমি কি চক্ষে দেখবো ।
প্রিয়নাথ তুমি কি ভাব তোমার প্রাণে আমার
দরোদ নাই, একথা মনেও কোরোনা । আমি
এমন কাঁচা মেয়ে মানুষ নই । আমি যা করি
তা ভেবে চিন্তে আট ঘাট বেঁধেই করি ।

প্রিয় । তা বটে, কিন্তু ভয়টা কেমন স্বভাবতই হয়ে
থাকে । আর তোমার স্বামীরও আসবার সময়
হয়েছে ।

হেমা । তোমারসে ভয় নাই, তাঁর আসবার দেরি আছে ।
আর যদি এসেই পড়েন, আজ এমনি কৌশল
করেছি, যে কিছু টের পাবেন না ?

প্রিয় । আমি তো ভাই তোমার হাতেই প্রাণ সঁপেছি,
এখন প্রাণ থাক্‌ই ভাল আর যাক্‌ই ভাল ।

(ফুলমণির প্রবেশ)

ফুল । বাবু কতক্ষণ ?

প্রিয় । অনেক ক্ষণ এসেছি ।

হেমা । ফুলমণি তুই অনেক কাল বাঁচবি ।

ফুল। আমার আর বেঁচে মুখ কি? এখন গেলেই হয়।
ভগবানের কাছে এই মানাই যে দুটিতে বেঁচে বসে
থাক আর এই রকম আনন্দ আনন্দ কর তা
হলেই ঢের।

প্রিয়। ফুলমণি তোমার কিসের বয়েস?

হেমা। ফুলমণি তুমি এক ছিলিম তামাক দে, আর দেখ
কতটা কদর আসচে।

ফুল। আচ্ছা। (প্রস্থান)

প্রিয়। আর তামাক খাবনা, গলায় কাঠ জমে গেল,
তবে তুমি যদি খাও তা হোলে খাই।

হেমা। না ভাই ও উপরোধটি কোরোনা, তা হোলে
মুখে গন্ধ হবে কতটা টের পাবেন।

প্রিয়। সব ঢাক্তে পার আর এটা ঢাক্তে পারবে না,
বেশ কোরে একটা পান খেও তা হোলে গন্ধ টক্ক
আর কিছু টের পাবে না।

হেমা। না ভাই আমি নাকি কখন খাইনি তাই বলছি।

প্রিয়। কখন খাওনি বলে কি চিবকালই খাবেনা? তার
মানে নাই।

হেমা। আচ্ছা হ্যাঁ ভাই প্রিয়নাথ, সে দিন যে লোকটি
তোমার সঙ্গে এসেছিল তার নামটি কি ভাই?
সেটি বেশ মানুষ, কেমন আমুদে, দিকি গায় যেন
বাঁশীর মতন গলা।

প্রিয়। শ্যামাপদর কথা বোল্‌চো ? তা তাকে তোমার
এত খোঁজ কেন ? আমি কি গাইতে জানিনে ?

হেমা। গাইতে জানবেনা কেন ? বালাই শত্রু না যানুক ?
তা বল্‌চিনে তবে কি জান লোকটি বড় আশুদে, তা
তাকে এক দিন এননা ভাই।

প্রিয়। তার উপরে যে বড় মন পড়েচে দেখ্‌চি, এখন
এক জনে কি মন উঠে না ?

হেমা। না ! ! ! নাবল্লেও বাঁচিনে, ওঁর বড় ভয়,
আমি সেই জন্যেই বেল্‌চি কিনা ? আর তাই যদি
হয় আনিতো আর তোৰ ঘরের মাগ নই, যে
দাব্‌বি ?

প্রিয়। (গীতচ্ছলে)

খাম্বাজ—যৎ।

কেন বল দেখি প্রাণধন আজি অকারণ।

তার লাগি হেরিতব মনপ্রাণ উচাটন।

বুঝি আর পুরাতনে, নাহি সাধ যায় মনে,

নবীন নাগরধনে, করিতেছ অন্বেষণ।

কিন্তু এ অধীনজন, তবাধিন চিরদিন,

কি দোষেতে বিধুমুখী দিবে মোরে বিসর্জন।

হেমা। বেশ বেশ ! কাল থেকে তুমি একটা যাত্রার দল
কোরো।

প্রিয় । আচ্ছা, তা হবে, আমি সাজুবো ক্রেট, তুমি
রাধিকা সাজতে পারবে?

হেমা । আর সাজতে হবে কেন? কোন্ নয়?

প্রিয় । তবে আর কি “তুমি রাধা আমি শ্যাম পুরাইব
মনস্কাম” । কিন্তু আয়ান ঘোষের দশা কি হবে?

হেমা । আয়ান্ ঘোষ আবার কে?

প্রিয় । তোমার গাডল ভাতার, যাকে তুমি ভেড়া
বানিয়েছ।

হেমা । কি তামাসাই শিখেছ । (তাম্বুল ও তামাক
লইয়া ফুলমনির প্রবেশ ও প্রস্থান) .

প্রিয় । (হেমাজিগীর প্রতি) কৈ খাও তাই ।

হেমা । যখন বোলেচি তখন খাবই । তুমি আগে খাও
না । তবে কাল তাঁকে আনবে?

প্রিয় । আনতে পারি কিন্তুঃ— (ধূমপান)

হেমা । আবার কিন্তু কেন? একটু হাতে রাখ্‌চো নাকি!

প্রিয় । কিন্তু কি জান তিনি বড় ভিত্ মানুষ । সহজে
আসতে চান্‌না সেদিন্ আমি তাঁকে আসবার কথা
বোলে ছিলাম্, তিনি বলেন্ কর্তা বাড়ীন্না পাক্লে
আসতে পারি ।

হেমা । দুদিন আসতে আসতেই ভয় ভাঙ্গা হবে ।
তুমি কাল তাঁকে আনতেই চাও, কাল কর্তা বাড়ী
থাক্‌বেন না, তালুকে যাবেন ।

প্রিয় । আচ্ছা—খাও (হুঁকা প্রদান)

হেমা । একান্তই খেতে হবে ? (হুঁকা টানিয়া) অঃ ! অঃ !

অঃ ! ও বাবাএ কি এ ? বড় কাশী আনে আর
খাবনা ভাই ।

প্রিয় । দুদিন খেতে খেতেই অভ্যাস হয়ে যাবে ।

হেমা । আচ্ছা প্রিয়নাথ “বেরাশ্তি” কাকে বলে ভাই ?

প্রিয় । ব্রাশ্তি কাকে বলে জাননা ? মদ আর কি ?

হেমা । রাম ! রাম ! রাম ! ! ! ও মা ! মদ—কি ঘেন্নার
কথা ! আমি বলি বুঝি আর কিছু হবে ?

প্রিয় । সে কি আর তোমার যেমন তেনন্ মদ, ওতো
আর ধেনো নয় ।

হেমা । হ্যাঁ প্রিয়নাথ তুমি কখন বেরাশ্তি খেয়েছ ?

প্রিয় । খেয়েচি বৈকি ? অনেক বার খেয়েচি ।

হেমা । আচ্ছা ভাই খেতে কেমন লাগে ?

প্রিয় । ঠিক চিনির পানার মতন্ ; সে বড় সরেশ
জিনিস ।

হেমা । তবে চিনির পানা খাওনা কেন ? ও খাবার দ্-
কার কি ?

প্রিয় । কি জান সে হচ্ছে পিলিতি জিনিস্, তার এক
তার, আর এর এক তার, সন্দেশের কি আর ভাল
মন্দ নাই, তুমি বরং একদিন্ খেয়ে দেখো । খাও
তো বলো আমি ?

হেমা । হানি কি ? কিন্তু শুনেচি নাকি তাতে বড় নেসা
হয় । তেঁা হয়ে পড়ে থাকতে হয় ?

প্রিয় । আরে রাখামাধব ! এও কি কথা ! ব্রাণ্ডি খেলে
নেশা হয় ? তাতে আরো শরীর তাজা থাকে । মনে
ভারি কুর্ভি হয়, আর মুখ দিয়ে খৈ ফুটতে থাকে ।

হেমা । সত্তি নাকি ?

প্রিয় । আমি কি আর মিছে বল্ছি, যখন খাবে তখন
চের পাবে । (গাত্রোপ্ধান) তা আমি এখন চল্লেম ।

হেমা । (হস্তে ধরিয়।) যাবে কোথা বোসনা, এস এক
হাত্ তাস খেলা যাক ।

প্রিয় । আবার কেন ? কত্কা এসে পড়বে ।

হেমা । যখন আসবে ফুলমণি খবর দেবে । আমার মাথা
খাও বোস । (উভয়ের ক্রীড়ারম্ভ) ।

হেমা । আমার ভাই একটা বিস্তি হয়েছে, এই দেখ চর-
তনের বিস্তি ।

প্রিয় । আচ্ছা নাও । (তাস প্রক্ষেপ)

হেমা । কি খেল্লে ? অঁা পক্ষাশ্টা ভেঙ্গে দিলে ।

!

(নদ্বরে ফুলমণির প্রবেশ) ।

ফুল । দিদি বাবু, কত্কা আস্চেন প্রিয় বাবু তুমি পালাও ।

প্রিয় । আমি চল্লেম্ ভাই তুমি বোস । (তাস্ প্রক্ষে-
পান্তর গমনোদ্যত) ।

হেমা । (হস্ত ধরিয়া) যাবে কোথা ? ভোমার ভয় কি ?
প্রিয় । (সব্যগ্রহে) না, না, ভাই ছেড়ে দাও, আমি যাই
এখন ছেলে মান্ধি করবার সময় নয় ।

হেমা । আমি যথার্থ বোল্ছি ছেলেমান্ধি নয়, তুমি দেখ
তো এমনি কৌশল কোরবো কিছুই টের পাবেনা ।
ঐ আলনা থেকে সাড়ি খান্ টেনে পোরে ঘোমটা
দিয়ে বোস । আর এই মল্ চার গাছা পায়ে পর ।
প্রিয় । (কাপড় ও মল পরিয়া) তুমি যে কি কোব্বে কিছু
তো বুঝে উঠতে পার্চিনে ।

হেমা । তোনার কিছু ভয় নাই । আমি কি করি দেখত ।
কিন্তু কথা গুল একটু মেয়েলি মেয়েলি চণ্ডের কৈও ।
(নেপথ্যে) গুরু সত্য ! গুরু সত্য ! গুরু দেব রক্ষা কর ।
ফুলমণি কোথারে ।

ফুল । এই যে গো এখানে ।
(নেপথ্যে) । গিনি কোথায় ?

ফুল । এই যে ঘরে আছেন ।

রাজী । (প্রবেশ পূর্বক) বটে ! বেশ ! বেশ ! এই যে, বলি
প্রেয়সী আচ্ যে বড় সকাল সকাল বেশ ভূষা কোরে
বোসে আছ । (প্রিয়নাথের প্রতি দৃষ্টিপাৎ)

হেমা । সকাল আবার কি রাৎ কি হয়নি ? দশটা যে
বেজে গেছে তার ঠিক রেখেচ । গম্পে মন্ত থাক্বে
তা রাত টের পাবে কিসে ।

রাজী। কি জান প্রিয়ে এই বন্ধু মানুষের সঙ্গে .দুদণ্ড
আলাপ্ চারি কচ্ছিলেম তাই রাত টের পাইনি।

হেমা। এদিকে তোমার ঘরে বন্ধু মানুষের আগমন হয়ে-
ছে, তা দেখেছ।

রাজী। হেঁ! হেঁ! প্রেয়সী দেখেছি; আমি এসেই
দেখেছি, তা বলি ইনি তোমার কে?

হেমা। চিন্তে পাল্লেনা, ইনি আমার সহি যে, বাসর ঘরে
তোমার গাল্ টিপে দিয়েছিলেন মনে নাই?

রাজী। হা! হা! সে আবার মনে নাই, এই তো সেদিন
কার কথা, তা বেশ, বেশ, উনি তোমার সহি? ভাল!
ভাল! সুখের বিষয় বটে, তা উনি তো আমার ও
সহি হলেন, তবে আর সেকেন্দারি গোচের দেড়
হাত ঘোমটার প্রয়োজন কি? বাসর ঘরে তো ওঁর
সঙ্গে আমার খুশি পরিচয় আছে। এখন লজ্জা
করলে চলে কৈ?

হেমা। তুমি কি মনে কোরেছ আমার সহি তেমনি আ-
ছেন? এখন সমস্ত বয়েস্ ভরা যৌবন। এখন
কি তোমার সাম্নে হাত্ নুখ্ নেড়ে কথা কৈবেন?

রাজী। হাঁ তা বটে, মেয়ে মানুষের বাড় কলা গাছের
বাড় বিয়ের জল পেলে অমনি লপ্ করে বেড়ে উঠে
তাই হয়েছে তোমার সহিয়ের। কিন্তু তা বোলে
আমায় লজ্জা করলে চলবে কেন। কি জান প্রিয়ে

যাঁর সঙ্গে ছেলে বেলা কার আলাপ, তার সঙ্গে
লজ্জা চলেনা, এঁ হে! হে! হে! ! !

হেমা। তা বললে কি হয়? মেয়ে মানুষের এমন রিত
নয়। মেয়ে মানুষ ছেলে বেলায় যা করুক, বড়
হলে সকল কেই লজ্জা কোস্তে হয়ে। বিশেষতঃ
কস্তা ব্যক্তিকে লজ্জা করা উচিত। তবে কি জান
তোমাতে সয়েতে যদি এক বয়েসি হোতে আর
ছেলে বেলাকার আলাপ পরিচয় থাকতো, তা হলে
বরং লজ্জা না কলে কস্তে পারতেন্। এই যে
আমি কি আমার সহ বোনাইকে লজ্জা করি।
আমাদের ছেলেবেলাকার আলাপ কাজেই—

রাজী। বেশ বোলেছ, তবে উনি ঘোন্টার ভিতর থাকুন,
আমার যদি চোকের জুং থাকে তো দেখে নোবো।
কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কৈবেনতো?

হেমা। কথা কৈবেন বৈকি। কথা কৈবেন বোলেই
‘এসেছেন। সন্ধ্যা অবধি বসে রয়েছেন।

রাজী। এঁ বলো কি? আমি তা জানিনে, জানলে কোন্
শালা এতক্ষণ বাইরে থাকে। আচ্ছা প্রেয়সী তুমি
কি তোমার সহ বোনায়ের সঙ্গে কথা কও?

হেমা। কই আর কেমন কোরে বোলবো।

রাজী। তোমার সয়ের আজ কোথা থেকে আগমন হচ্ছে

হেমা। সয়া যে সহিকে ঘর বসাৎ কোরতে এনেছেন,

সয়ের শশুর বাড়ি যে মীরপুরে, তাই আমার সঙ্গে
দেখা কোর্তে এসেছেন।

রাজী। তোমার সেই বোনাই এখন কোথা আছেন ?

হেমা। কোথা আবার, তাঁর বাড়ীতেই আছেন ?

রাজী। তিনি এখানে আসেন্ নি ?

হেমা। না আমি তাঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করবো।

রাজী। বেশ কথা। তবে কালই নিমন্ত্রণ করো, তোমার
সয়ার সঙ্গে একহাত চোঁ চাপটে ইয়ারকি দেবো।
তাঁকে কথায় কথায় নাটি কোরে ছাড়বো। কি
জান আনরা হচ্ছি বুড়ে। ইয়ার, ইয়ারকি দিয়ে
দিয়ে পোড় খেয়ে গেছি ; আনাদের সঙ্গে কি কেউ
কথায় পারে। এঁ হে ! হে ! হে !

হেমা। আচ্ছা, কাল্কেব কথা কাল্ আছে, এখনতো
সয়ের সঙ্গে হুদগু আলাপ করো। আমি একবার
বাইরে থেকে আসি। (প্রস্থান)

রাজী। সয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করবো নাতো,
কোব্বো কার সঙ্গে, তবে সই ভাল আছতো ?

প্রিয়। শ্রীচরণে যেমন রেখেচো ?

রাজী। (প্রিয়নাথের নিকটবর্তী হইয়া) হ্যা ! হ্যা ! হ্যা !
সই তুমি বড় রগিকা, তোমার কোকিল গঞ্জিনী স্বর
শুনে আমি বড় মুখি হয়েছি। তবে আজ কি মনে
করে ?

প্রিয় । (মৃদুস্বরে) তোমার পাদপদ্ম দর্শন কোরুতে ।
রাজী । এঁ হে! হে! হে! তার জন্যে এতদূর কষ্ট কোরে
আসা, বোলে পাঠালেইতো হুজুরে হাজির
হোতেন্ ।

প্রিয় । তোমরা হোচ্চো জমীদার মানুষ, তোমাদের কি
ও কথা বলা যায় ?

রাজী । জমীদারই হোন, আর রাজা রাড়াই হোন,
মেয়ে মানুষের হুকুম বদ কবেকে ? এঁ হে! হে!
হে! তা বলি কি যদি অনুগ্রহ করে দেখতে
এসেছ তবে ঘোন্টার ভিতর কেন ? ঘোন্টা দিয়ে
কি দেখতে পাবে ?

প্রিয় । আমি সব দেখতে পাচ্ছি । তোমার গোঁপ
কোড়াটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি ।

রাজী । (গোঁপে তা দিয়া) বটে, বটে, তা আমি তো
মার আঁখি দেখতে পাই কৈ ?

প্রিয় । তোমার চোকের যুৎ থাকেতো দেখনা কেন ?
তুমি তো আপনিই ও কথা বলেছ ।

রাজী । কি জ্ঞান কথার কথা বোলতে হয় । আনাদের
কি আর চোকের যুৎ আছে ? চোকেব মাথা খেয়ে
বসে আছি ? চোক কি আর আছে ? চোকে যে
চালসে ধোরেছে । তা তুমি ঘোন্টা টেনেফেলে
দাও, আমি তোমার চন্দ্র বদন খানি একবার নিরী-

ফণ কোরে দেখি, আর খুলতে লজ্জা হয় তো বল
আমি লজ্জা ভেঙ্গে দিই—(তদ্রূপ করণ) ।

প্রিয় । ছি ওকি ভাই, কি করো, আমি সইকে বোলে
দেবো (পলায়নোদ্যত) ।

বাজী । (সভয়ে) সই তুমি রাগ কোরনা । আমার মাতা
খাও যেও না । আমি আর অগ্ন কৰ্ম্ম কোরবোনা ।

(তাম্বুলহস্তে হেমাস্থিনীর প্রবেশ)

হেমা । ওকি সই উঠলে যে ?

প্রিয় । সয়াব জনো ; উনি ভাই আমায় ধোরে বেআব্রু
কোর্তে চান্, পরের বউঝার প্রতি কি এম্মি করা
উচিত । আমার সোয়ানী শুন্লে বলবেন্ কি ?

হেম । (সহাস্যে) হাঁ কৰ্ত্তা তোমার এই কায ? বেশ্ বেশ্
ভাল বঙ্গ শিখেছ ।

বাসী । (সভয়ে) এ—এ—না প্রেয়সী আমি তোমার
পায়ে হাদ্দে দিক্সি কোর্তে পারি । আমি ওকে
কিছুই বলিনি, কেবল ঘোঁটা খুলতে চেয়ে
ছিলেন্ ।

হেমা । এইদনো সই তুমি উঠিলে, উনিতো তোমায়
বেআব্রু করেন্নি ।—

প্রিয় । আমি চাউা কচ্চি ? তার জনো নয় । রাত্ ঢের
হোয়েছে, তোমার সয়া মনে কোরবেন্ কি ?

হেমা। (হাসিতে হাসিতে প্রিয়কে ধরিয়) মনে আর কোর্বেন্ কি ? তুমি তো আর জলে পড়োনি ? সইয়ের বাড়ীতে এসেছে। তা কর্তাকে একটা গান শুনিয়ে দাও ? তাবপর যেও এখন, (কর্তার প্রতি) কর্তা তুমি সইয়ের গান শুনো—

রাজী। কৈ, না, আর শুনবোই বা কেমন কোরে ? উনি যে রেগেছেন, তা গাইবেন কি না, বোলতে পারিনে ?

প্রিয়। তুমি ভাই আমায় রাগতে দেখলে কিসে ?

রাজী। হাঁ ভাই, তাইতো বলি, তুমি রাগবেই বা কেন ? আমি তো কিছু করিনি। আর তুমি তো তেমন মানুষও নও, তা একটা গাও।—

হেমা। গান খাও কর্তা, সই ধর ভাই—(তাম্বুল প্রদান)।

প্রিয়। কি গাইবো ভাব্চি—

রাজী। তোমার যা ইচ্ছে গাও।

প্রিয়। আচ্ছ।

গীত।

সিন্ধু তৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রাণ সঁপে কি লাঞ্ছনা ঘটিল মোরে বলনা।

আগে না ভাবিয়ে পরে, হোল একি যন্ত্রনা ॥

প্রথমে নিরখি হাঁরে, ভাসিলাম সুখনীরে।

বাঁধি তারে প্রেমডোরে, হোলো কলঙ্ক রটনা ॥

যাহার প্রেমের লাগি, হইলাম সৰ্ব্বভাগী ।
 সে করিল দুঃখভাগী, করিয়ে মোরে ছলনা ॥
 শয়নে স্বপনে যারে, সদত ভাবি অন্তরে ।
 সেতো নাহি ভাবে মোরে, নাহি যে তার ভাবনা ॥
 রাজী । বাহোবা, বেশ বেশ; সই তোমার আওয়াজ্জি
 যেন সানায়ের মতন ।
 প্রিয় । তুমি একটা গাও ভাই—
 রাজী । অবশ্য গাইবো, একটা নিধুর টপ্পা গাইবো
 টপ্পার এ সনয়নয় অন্য কিছু গাই—

গীত ।

বেলা গেল সন্ধে হলো, মুনলো কমলিনী ।
 আর আকাশপবে, চাঁদে হেবে, হাঁসছে কুমুদিনী ॥
 তারপব কি আর মনে পোড়ছেন। যে, ছর হোক !
 এগানটা আনার ভাল মনে নেই, একটা খেমটা গাই ।
 প্রিয় । সেই ভাল, তবে তাই গাও—
 রাজী । এই রাধিকার প্রতি বিন্দাদুতী কি উক্তি কছেন
 তা শোন ।

গীত ।

বিনোদিনী রাধে আর ভাবনা কি তোমার ।
 ওই যে শ্যাম বাজায় বাঁসি কদনতলে চমৎকার ॥

এস.রাই কুঞ্জবনে কেলি কোরবে দুইজনে ।

দেখবে সব গোপীগণে, যুগল রূপের কি বাহার ॥

চন্দ্রাবলী কাঞ্চনমালা, উভয়ে গাঁপ্বে মালা ।

দুজনে কোরবে খেলা, ঘুচবে আমাব মনের আঁধার ॥

প্রিয় । এষে বেশ্ গান্ঠী, কোথায় পেলো ? আর

তোমার গলাটিও বেশ্ ।

রাজী । এটি আমার নিজের ভণিতা, আর গলার কথা

যদি বলো তবু আজ গলাটা ধরে রোয়েছে, আর

তিন দিন ধোরে গলায় কফ বোসেছে—

প্রিয় । (হেমাল্লিনির প্রতি) তবেভাই এখন আমি

চল্লেম ।

রাজী । আরে আর থাক । এত রাত্তিরে যাবেকোথা ?

শোয়ারী পাওয়া যাবেনা ।

হেমা । ওঁর শোয়ারি থিড়্কির দোরে আছে, উমিকি

রাত্তিরে থাকতে পারেন ? ওর সোয়ানী ঘর বার

কেছেন । তুমিকি আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে

পার ।

রাজী । তা বটে বটে । তবে আর থাকতে বোলতে পারি না ?

হেমা । সই এসো তোমাকে থিড়্কি পর্যন্ত রেখে আসিগে ?

রাজী । আমি ও যাচ্ছি চলো ।

হেমা । না—না রাত্তিরে তোমার আর নিচেয় নেবে কাষ

নেই—

প্রিয় । চল্লেম্.ভাই—(প্রিয় ও হেমাদ্বিনীর প্রস্থান)
রাজী । মেয়ে মানুষটা হাতে বহরে থুব আছে, রসিকাও
বটে । তবে কিছু লজ্জাশীলা মুখখানি কিন্তু দেখতে
পেলেম না, আর দুদণ্ড বোস্লে ঘোমটা খোলা-
তেম তবে ছাড়তেম্ ।

(হেমাদ্বিনীর প্রবেশ)

রাজী । তোমার সহকে রেখে এলে ?

হেমা । আমি আর গেলেম্ কৈ তুমি যে তাড়া লাগালে,
কাজেই কুলমণিকে সঙ্গে দিলেম । (অঁচল্ পাতিয়া
শয়ন)

রাজী । শুলে যে, বলি কাছে এসে বোস, দুটো কথা
বার্তা কই—

হেমা । বড় ঘুম ধোরছে আর উঠতে পারিনে । তোমার
কথা কয়ে কি আর আশ্ মেটেনি, তা বিশেষ কথা
যদি কিছু থাকে তো বল, আমি শুয়ে শুয়ে শুন্ছি—

রাজী । না—এমন কিছু বিশেষ কথা নেই—। তবে
একটা কথা আছে—আজ্ দু তিন দিন্ ধোরে
বোল্‌বো বোল্‌বো মনে কচ্চি কিন্তু ভয়ে বোল্‌তে
পাচ্চিনে ।

হেমা । কেন আমি কি বাগ্ না গল্পার যে খেয়ে ফেল্‌বো ?

রাজী । তার জন্যে বল্‌চিনে, কিন্তু পাছে তুমি রাগকর,
সেই ভয় ।—

হেমা। রাগ করবার কথা হলে কেন রাগ করে ? তা কি
' কথা জান, তোমায় বোলতেই হবে । (গাত্রোথান
ও পার্শ্ব উপবেশন)

রাজী । না না (হাস্য) সেকথা তোমার শুনে কারুনেই ।

হেমা । তাকি হয় ? আমার মাতা খাও বলতেই হবে ?

রাজী । নিতান্তই বলতে হবে ? তবে বলি শোন—
কি জান প্রিয়ে এই লোকে বলে তুমি নাকি আমায়
ভাল বাসনা—

হেমা । আমরা মরি ; কি কথাই বল্লেন ? লোকে বলে
আমি তোমায় ভাল বাসিনে । আমি কি তোমায়
ভাল বাসি ? আর এও কি কথা ? লোকে যদি বলে
কাগে তোমার কান্টা কেটে নেগেলো, তা লোকের
কথা শুনে কাগের পোঁদে পোঁদে দৌড়বে, কি
আপুনার কানে হাদ্দে দেখবে ? আর লোকেইবা
এমন কথা বোলবে কেন ? লোকে কিছু আর
দেখতে আসিনি—যে আমি তোমায় ভাল বাসি কি
না—এ তোমারই কারুসাজি, এ তোমার বানান
কথা । তা ভাই আমি কি তোমায় ভাল বাসতে
পারি ? যে তোমায় ভাল বাসে তারই কাছে যাওনা
কেন ? আমায় আর কেন বাক্য যন্ত্রণা দাও ?
আমি কালুই বাপের বাড়ী চোলে যাবো, যে
তোমায় ভাল বাসে তাকে নিয়ে থাকে।—

রাজী । প্রেয়সী তুমি রাগ কোরেনা ভাই,—আমি যখন
বল্চি লোকের মুখে, শুনেছি এ আমার বানান
কথা নয়। আমি কি মিছে কথা বল্চি ? না আমি
তোমার সামনে মিছে কথা কই ? আমি কি
লোকের কথায় বিশ্বাস করি ? তবে রহস্য ছিলে
বলেম্, তা নইলে এই যে কত লোকে কত কথা
বলে, আমি কেবল কান্দ পেতে শুনি—একতিল
বিশ্বাস করিনে ।

হেমা । শুনি শুনি, আবার কি বলে শুনি ।

রাজী । কত লোকে কত বলে, তা আমি কি এমনি কান্দ
পাত্লাম, যে যা শুনবো তাই বিশ্বাস কোরবো ।
কেউ বলে তোমার স্ত্রীটে ভাল নয়, কেউ বলে
তোমার স্ত্রীর রীৎ বড় ভাল নয়, আবার কেউ বলে—

হেমা । (কপট হুৎথে) আব্ ন! আর ন! ঢের হয়েছে, ওমা
কি ঘেন্নার কথা ! কি লজ্জা ছি ছি ছি!—ও অভা-
গ্নগির দশা, ও আমার পোড়া কপাল ! ও কর্ত্তা
তুমি খেপেছ নাকি ? অম্লান্ মুখে বল্লে, যে লোকে
বলে আর তুমি কান্দপেতে শোন । তুমি না
জমীদার ? তুমি না গাঁয়ের মোড়ল ? তুমি শোন
আর চুপ্ কোরে থাক ? তোমার একটু লজ্জা নাই ?
শরীরে একটু রাগও নাই ?

রাজী । (ঈষৎ কোপে) আমি আর কি কোরবো বল ?

আমি কি এই তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝগড়া কোরবো !
 আমার কি আর তখনকার মত বল শক্তি আছে ?
 আমি যে বুড়ো হয়েছি, আর আমি কার মুখে
 হাত্‌দেবো ! পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয় তা আমি কি
 করি বল ? এ একবার এক কথা বলে, ও একবার
 এক কথা বলে, কাজেই পাঁচবার বোল্লে মনে ও যে
 একটু সন্দেহ হয় । তুমি তো বুঝতে পার্ ?——
 হেমা । (কপট দুঃখে) ওমা কোথা যাবো ! ছি ছি ছি—
 ও আমার কপাল । কি যেন্না ! বলেন্ তুচ্ছ কথা—
 পরিবারের অপকলঙ্ক বুঝি তুচ্ছ হলো ? আবার
 বলেন্ সন্দেহ হয় ? এই বলেন্ বিশ্বাস হয় না ? এক-
 মুখে দুকথা, যদ্‌ ধুর মুখ তদ্‌ধুর কথা । মুখে একটু
 লংগাম্‌ নাই ? যা মনে আস্‌ছে তাই বোল্‌চে ?
 হা অদৃষ্ট ! ভাতারের মুখে এতো খোয়ার । হা
 বিধাতা ! তুমি আমায় এই হাবাতে বুড়োর হাতে কেন
 দিয়েছিলে ? ওমা—না—(কম্পিত রোদন) তুমি
 কেন আনায় নুন্‌ খাইয়ে মেরে ফেলেন্না—এত
 লাঞ্ছনা, এত অপমান । আমি আর এপ্রাণ বাখ-
 বোনা । আমি এখনই গলায় ছুরি দেবো । হেমা
 পৃথগীবি, তুমি দোকাল্‌ হও আমি তোমার ভিতর
 সঁদুই ! হায় ! হায় ! হায় ! আমি কি কুক্ষণেই
 জন্মে ছিলেন্ —(ভূমে পড়িয়া রোদন)

বাজী । (ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া সকাতরে) প্রিয়সি! তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা, আমায় হাটের হাবাতে কোরোনা । তোমা বই আর আমার কেউ নেই, আমি তোমাবই আর কাকেও জানিনে; আমার মাতা খাও রাগ কোরোনা । (করষোড়ে) আমায় ক্ষমা কর, আমার কিছু মাত্র সন্দেহ হয়নি ভুলে যুগ্মে বেবিযে গেছে? আমি দিচ্ছি করে বোলছি, আর কারো কথা বিশ্বাস কোরবোনা । যদি কেউ কিছু বলে তো তার মাতা নেবো । আর ভবিষ্যতে যদি আমি কোন কথা বলি তখন যাইচ্ছে তাই কোরো, এযাত্রা আমায় কিছু বোলোনা—(চরণে পতন)

হেমা । আর তোমার কাঁদুনি গেয়ে কারুনেই—ঢের হয়েছে ?

বাজী । প্রিয়ে আমি তোমার পায়ে হাদেশপথ কচ্ছি, আর তোমায় কিছু বোল্‌বোনা । তুমি তো জান আমি তেমন মানুষ নই, আমি কখন মিছে কথা কইনে, আর আমি তোমায় তো কখন কিছু বলিনে ।

হেমা । তুমি যেমন এক কথার মানুষ বেশ জানা আছে । এই ছমাস ধোরে রত্ন চুবু গডিয়ে দিচ্চো—

বাজী । (স্বগতঃ) আঃ! বাঁচলেম! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো
 - (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে কি জান নানান বন্ধুঝে ওটা

আমার মনে ছিলোনা । তা আমি এই বল্চি কাল
আমি প্রজাদের তদারকে যাবো । যে টাকা পাবো
সেই টাকায় তোমার রতন চূর্ গড়িয়ে দেবো । তা
তুমি এখন সদয় হলে বাঁচি ।

হেমা । নোও আর ন্যেকামিতে কাজ্‌নেই (প্রস্থানোদ্যত)
রাজী । (উঠিয়া) ওকি প্রিয়ে কোথা যাও কোথা যাও ।

হেমা । বাইরে শুইগে, ঘরে বড় গাঙ্গী——

রাজী । তবে আমি ও যাই—

(উভয়ের প্রস্থান) ।

তৃতীয়াক্ষ ।

—০—

প্রথম গর্তাক্ষ ।

রাম । (দ্বারে দাঁড়াইয়া) কই কাকেও যে দেখিনে,
বিদেশী ও আসেনি গাঙ্গুলি মশাই ও আসেন্‌নি ।
(নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) এই যে ফুলমণি
আস্‌চে আজ্‌কের সংবাদটা কি শুনি—

(ফুলমণির প্রবেশ ।)

ফুল । তবে চাকুরপো ভাল আছতো, আজ্‌ যে বড়
সকাল উঠেছ

রাম । আরে কেও ফুলমনি যে, পূর্বের চাঁদ যে পশ্চিমে,
তবে ফুলমনি ঠাকুরপোকে এত দিনের পর মনে
পড়েছে? এখন আর তোমার দেখা পাবার
যো নাই। শনিবার দিন তোমায় কত খুঁজলেম
তা পেলেম না?

ফুল । (সকৌতুকে) পাওনি? সে হয়েছে ভাল, শোন্
মঙ্গল বারে তুমি পেলে কি রক্ষে আছে ভাই? (উচ্চ-
হাস্য) ঠাকুরপো তা বলবে বটে; আমি তো ভাই
রাত্ দিন তোমায় মনে করি, নিতাই তোমার তত্ত্ব
নিষ্টি, তোমারই ভাই দেখা মেলা ভার, তুমি ভাই
ডুমুরের ফুল হয়েছে। আর ভাই আমায় দেখলেই
বা কি হবে। ফুলমনির কি আর সকাল আছে,
এখন তিন কাল গিয়ে এককালে চেকেছে। এখন
যাদের দেখলে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে তাদের দেখাই দেখা।

রাম । কেন ফুলমনি, আজ যে বড় নূতন কথা শুন্লেম?
অলি কি কমলিনীকে দেখতে পারে না? চন্দ্র কি
কুমুদিনীকে ভাল বাসে না? এবড় আশ্চর্য কথা!

ফুল । এর আর নতুন কি? অলি কমলিনীকে দেখতে
পারবেনা কেন? যদিইন পর্যন্ত কমলে মধু থাকে
তদিইন পর্যন্ত ভ্রমর প্রেমে বদ্ধ থাকে। কমল
শুকোলেই ভোগরা ছুটে পালায়। পুরুষ আর
ভ্রমর, এ দুই সমান, তা ভাই ফুলমনির কুলে কি আর

মধু আছে? যে ঘন ঘন দেখা দেবে। ফুলমণির
ষৌবন ফুল মুদিত হয়েছে; আবার যদি ফিরে
ষৌবন আসে তখন ও কথা বললে সাজে, এখন
যা বল তা কথার কথা।

রাম। ফুলমণি তুমি একজন কবি হয়ে দাঁড়ালে। তা
ভাই তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করে। তুমি জান
আমি তোমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসি?

ফুল। কথায় তো বল কিন্তু কাজে পোড়ায় কৈ? খালি
আশা দিয়ে টেলে রাখছে বইতো নয়। কাজের
বেলাই পেছোও।

রাম। আশায় থাকাই ভাল, হলোত কুরিয়ে গেল।
তুমি কি ভেবেছ আমি নিশ্চিত আছি, আমি ননো-
রথ পূর্ণ করবার যোগাড় দেখছি, কিন্তু সুবিধে
পাচ্চিনে। তবে এখন আছ ভাল?

ফুল। আর ভাই আমার ভাল মন্দ, তুমি ভাল থাকলেই
ভাল, তা ভাই আমি একটা বলি, বলি আজ তো
বেশ সুবিধে আছে, আজই চলনা কেন? আজ
কর্ত্তা বাড়ী থাকবেন না।

রাম। তবেত খুব সুবিধেই হয়েছে, আচ্ছা, আজ আমি
যাবোই যাবো।

ফুল। দেখো যেন ভুলনা, তোমার যে ভোলামন্। ঠিক
১১টার সময় যেকো।

রাম। আরে একি ভোল্‌বার কথা, এখন অবধি আমার গন্টা চঞ্চল হোয়েছে। তবে এত সকালে কোথা চলেছ?

ফুল। একটু বিশেষ বরাৎ আছে। তা তোমায় বলতে কি, তুমি তো আর কারেও বলতে যাচ্চোনা। এই প্রিয় বাবুর কাছে যাচ্ছি; আর আমাদের বাড়ীতে বড় ধুম। তাই নিমন্ত্রণ কর্তে যাচ্ছি।

রাম। তুমি খেপেছ, একি কাকেও বল্‌বার কথা? আমি তো ছেলে মানুষ নই যে, যাকে তাকে বোলে ব্যাড়াব! আচ্ছা, একটা কথা বলি, ভাল তোমাদের গিন্নির কি একাজ সাজে? তিনি গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বউ, তাতে স্বামী বর্তমান! এয়ে ঘনার কথা! তুমি ভাই তাঁকে বুঝিয়ে সজিয়ে ক্ষান্ত দিতে বল। তোমা হতেই তো সব যোগা যোগ হচ্চে।

ফুল। ভাই! অমৃতে কি কার অরুচি হয়? দিদিঠাকুরগের সমস্ত বয়েস, ভরা যৌবন, এখনতো ও সৰ্ব্ব হবেই, আর এতো জরাজীর্ণ স্বামী, অমন স্বামী থাকায় আর না থাকায় সমান। “বানরের গলায় কি সোনার হার সাজে”।

রাম। আচ্ছা! প্রিয়নাথ কি রোজ আসে?

ফুল। না—না—সবে এই দুদিন যাতায়াত কচ্ছে বইতো নয়!

রাম । কাল্ এসেছিলো ?

ফুল । কাল্‌কের কথা আর জিগ্‌গেস্‌ কোরোনা, কাল্‌ তারি মজা হোয়েছিলো, দিদি বাবু কাল্‌ প্রিয়নাথকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোচ্ছেন্‌ এমন সময় কর্তা এসে পোড়লো । দিদি বাবু খুব চতুরা নাকি ; অগ্নি তাকে মেয়ে সাজিয়ে আপনার মই বোলে পরিচয় দিলে ; শেষ তারি রজ্জ বেধে গেলো ।

রাম । তবেতো কাল্‌ তারি মজাই হোয়েছিল ?

ফুল । হাঁ ভাই—(নেপথ্যে বিদেশীকে দেখিয়া) তা এখন চল্লেম্ ।

রাম । আচ্ছা এসো—(ফুলমণির প্রস্থান) তাইতো কি ভয়ানক কথা ! ! ! শুনে আমার হাত পা পেটের তিতর মের্‌দিয়ে গ্যেছে । রাজীব গাঙ্গুলি কি একেবারে অন্ধ হযেছে । ছি ছি, অমন কাপুরুষ তো দেখিনি ; অথবা “বুদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা” হলে একরূপ হোয়েই থাকে । ফুলমণিটা কাল্‌ সাপিনী, ও হতেই সংসারটা ছারে খারে গেল ; নতুবা গৃহস্থের বউ কি সহসা একাজে প্রবৃত্ত হতে পারে ? যাহোক্‌ আমার আর নিশ্চিন্ত থাক। উচিত নয় ! অনেকেই কাণাকানি কোচ্ছে ; সীধুবাবুও জেনেছেন, রঘুনাথ বিশ্বাস ও জান্তে পেরেছে । যাহোক্‌ যাতে সংসারটা বজায় থাকে, আর

কলঙ্কটা দেশরাষ্ট্র না হয় আশায় সেটা কোর্টে
হোয়েছে।

(বিদেশীর প্রবেশ)

বিদে। নমস্কার মশাই! (রামকান্তর প্রতিনমস্কার)
জমীদার নশাইয়ের সঙ্গে কি আপনার সাক্ষাৎ
হোয়েছিল?

রাম। কাল রাত্রে তিনি আমার এখানে এসেছিলেন,
কিন্তু তিনি পাঁচিশ টাকার ঊর্দ্ধ দিতে চাননা।

বিদে। তিনি হচ্ছেন জমীদার তিনি পাঁচিশ টাকা দিতে
কাতর হন? কিন্তু তাঁর দাসী, সে আমাকে একশত
টাকা দিতে স্বীকৃত হোয়েছে?

রাম। সে কিরূপ? এষে অতি অসম্ভব কথা। (উভয়ের
উপবেশন)

বিদে। আচ্ছ কাল আমি নিকৈই জমীদার মশায়ের
সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাউ। তখন তিনি বাড়ীছিলেন
না, তাঁর বাড়ীর দাসী, অবশ্য সামান্য দাসী নয়,
আমাকে সব বিজ্ঞাসা কল্যে, শেষ বল্যে কি আপ-
নি কাল্ এমনি সময়ে থিউকিদোরে আসবেন,
আমি আপনাকে একশত টাকা দেবো।

রাম। দেখো তোমার আর সেখানে যাওয়া উচিত নয়।
তুমি যখন আশায় সুপারিশ ধরেছ, তখন যা পাও

তাই ভাল, তুমি নিজে তাঁর পরিবার কিম্বা দাসীর কাছে যাচিঞা কোরেছ একথা শুনে তিনি অত্যন্ত কুপিত হবেন।

বিদে। আজ্ঞা আমি আর সেখানে যাবনা, যেক্রপ ভাবগতিক দেখলে, তাতে বোধ হলো স্ত্রীলোকটার রীত চরিত্র ভাল নয়।

(রাজীব গাঙ্গুলীর প্রবেশ)

রাজী। ওহে রামকান্ত। বলি কি হচ্ছে?

রাম। আরে দাদা যে, এস এস বোসো।

রাজী। হাঁ বহুছি। একবার তামাক খেতে এলেম, (বিদেশীর প্রতি চাহিয়া) ইনি কে?

রাম। ইনিই সেই কন্যাভারত্ম্য ব্যক্তি। ওরে রামা তামাক দেবে।

রাজী। কেন ওঁর কথাতো আমি দোলেই দিয়েছি। আমি পঁচিশ টাকা দেবো।

বিদে। মহাশয় একি আপনার মত ব্যক্তির উপযুক্ত দান?

রাজী। কেন হে বাপু আমার মত ব্যক্তির কি হয়েছে! চার খানা পা হোয়েছে, না চার খানা হাত হোয়েছে—(রামার তামাক লইয়া প্রবেশ ও রাজীবকে দিয়া গ্রহণ)

বিদে। আজ্ঞে তা বল্ছিনে, বলিকি আপনারা হচ্ছেন
ধনি মানুষ, হাত বাড়্লে পৰ্ব্বত। মনে কল্পে
অনায়াসেই দুদশ টাকা বেশী দিতে পারেন, বিবে-
চনা করুন, যখন আপনার দাসী ১০০ টাকা দিতে
উদ্যত তখন আপনার কি এদান্ শোভা পায় ?

রাজী। অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা—আ—আমা—র দাসী—ফুল
নগি—একথাই নয়। সে তোমায় ভোগা দিয়েছে।

বিদে। আজ্ঞে আমি মিছে বল্ছিনে।

রাজী। তুমিতো মিছে বোল্ছোনা সত্য, কিন্তু সে তো-
মায় মিছে কথা বোলেছে, তুমি সেখানে আর যেওনা,
আর ওকথা মুখে এনোনা। এই নাও এই পঞ্চাশ
টাকা নেযাও। আমাকে আর বিরক্ত কোরোনা।

বিদে। (অর্থগ্রহণ) আজ্ঞে না আমি আর সেখানে যাবনা
তবে এখন আমি—(নমস্কার) (প্রস্থান)

রাজী। হঁ্যা দ্যাখো রামকান্ত তোমাকে একটা কথা বলি,
তুমি যে ভাই বাকে তাকে সুপারিস্ করো সেতো
বড় ভাল নয়। টাকা উপার্জন করায় কষ্ট কষ্ট
তাতে জান ? মাতার ঘাম পায়ে পড়ে তবে একটা
পয়সা পাওয়া যায়। অত কষ্ট কোরে রোজ্কার
কোরবো আর যত শালা এসে ভাগ বসাবে। কেউ
বল্বে বাবা, আমার গরু হারিয়েছে, আমার কেউ
বল্বে বাবা, আমার বাবা হারিয়েছে, কোন শালা

বল্বে আমি কন্যাভার গ্রন্থ ব্যক্তি, আরে ময় শালা
যখন কন্যার জন্ম দিয়েছিলি, তখন কি আমায়
জানিয়েছিলি। আর এমন কল্লৈ কাঁহাতক পেয়ে
ওঠা যায়। তা দেখ রানকান্ত তুমি আর যাকে
তাকে সুপারিস্ করোনা।

রাম। ওহে গাঁয়ে একজন বড় লোক থাক্লে দশজন এসে
ধরে। তবে ভায়া আজ সাজ গোজ করে এত
সকালে কোথা চলেছ?

রাজী। একবার প্রজাদের তদারক কর্ত্তে বাবো।

রাম। আস্বে কবে? আর বাড়ীতেই বা টৈল কে।

রাজী। বাড়ীতে আবার থাক্বে কে! আমিত আর
পরিবার নিয়ে যাচ্চিনে, কাল সকালই চলে আস্বে
বাড়ীতে নায়েবগোমস্তা রইল, গৃহিনী রইল, দাসীরা
রইল, পাক পাহারা রইল।

রাম। তোমার আজ কাল আর কোথাও যাওয়া ভাল
দেখায় না। তোমাকে না আমি খুব সাবধানে
ধাক্কে বোলেছিলেম্? সে দিনকার কথা কি
তোমার মনে নাই?

রাজী। আরে যাও ২ সে কথা আর তুলোনা, তার জন্যেই
না এত কর্ম্মভোগ। সাবধানে আমি খুবই ছিলাম।
শেষে বাড়াবাড়ী কোর্ভেগিয়ে বিষম্ বিভাটে পোড়-
লেম্। তোমার কথা শুনে অবধি কি আমি নিশ্চিত্ত

ছিলাম। রোজই মনে তোলা পাড়া করি, শেষ কাল মনে কল্লেম্ যে, আজই সন্দের সময় প্রেয়সীকে বোল্‌বো। যখন কাল তোমার এখান থেকে উঠে গেলেম্, গিয়ে দেখি যে, প্রিয়ের সই এসেছে, তখন আর কিছু বোল্‌তে পারলেম্ না। তার পর যখন সে চলে গেল ; ঠিক শোবার সময় প্রেয়সীকে দুটো কথা মিষ্টি করে বল্যোম। বল্যো না প্রত্যয় যাবে, ঐ কথা বল্‌লামাত্র সাপের লোকে পঁাদিলে সাপ যেমন ঝরজাতে থাকে, প্রেয়সী তাই না শুনে রাগে ফুন্‌তে লাগলেন্, আমাকে যাইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিলেন্। আমি তো দেখে শুনে হতভম্ব হোয়ে গেলেম, শেষ কত কোরে পায়ে হাতে ধোরে ক্ষান্ত কল্যোম। আর দিকি দিলেসা কোরে বোল্যোম যে, “ প্রিয়ে ভবিষ্যতে কেউ যদি তোমার সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করে তাকে আমি যথোচিত প্রতিকল্ দেবো। ”

রাম। তবে ভাই, আজ আগার এ কথা উত্থাপন করা অতি গর্হিত হয়েছে, আমি——

রাজী। চাটুষ্যে তুমি কি রাগ কল্যো ভাই?—আরে মেয়ে মানুষকে কি বোলে বোঝাই বল? তুমি হচ্ছ আমার বন্ধু তুমি যদি আমায় ভালমন্দ উপদেশ না দেবে তো দেবে কে?

রাম । না আমি রাগ কোরো কেন বল ; তুমি না রাগ-
লেই হলো, আচ্ছা তোমার সইকে কেমন দেখলে
বল ?

রাজী । প্রেয়সীর সইটা রকম সই বটে, মেয়ে মানুষটা
হাতে বহরে খুব আছে, তার গোল্গালে আঁটা
সোঁটা, রসিকাও বটে, তবে কিছু লজ্জাশীল। তাই
মুখখানা দেখতে পেলেন না। কিন্তু এদিকে কথা
বাতায় খুব চালাক ?

রাম । মুখ খানা দেখলেই হতো ভাল ?

রাজী । ও কথাটা কেন বলো ভাই ?

রাম । বড় হুঃখেই বল্লেন, বলি তুমি কি মানুষ না জানো
যার ?—হুঁ ! ! ! ওঁর আবার মেগের সই ! আরে
সে যে পুরুষ মানুষ ?

রাজী । বলকি চাটুষ্যে তুমি খেপেছ নাকি ? না আমার
সঙ্গে রহস্য কর্ছো । হুঁ ! ! পুরুষ-মানুষ ? আমি
স্বচক্ষে দেখলেম মেয়েমানুষ । কথাবার্তা কইলুন ।
ভাতে ধোঁর্তে পালোন না । আমি কি কানা নাকি ?
এওকি কথা ? তুমি নিশ্চয় খেপেছ ।

রাম । আমার খেপবার দরকার ? তুমিই খেপেছ আবার
চোকের মাথাও খেয়েছ ? যদি ঘোমটা খুলে দেখ্তে
তা হলে সব টেরপেতে ।

রাজী । বলি এ কথা তোমায় কে বলো ?

রাম । যে বলুক না কেন ? ইটি কিন্তু সত্য কথা ।

রাজী । তবু কে বলেছে শুনিবে ?

রাম । তোমার বাড়ির লোকেই বোলেছে ! ফুলমণি
আমায় বলেচে ?

রাজী । (সোঁৎসুক) এঁ—এঁ—ফুলমণি, সে তোমার
সঙ্গে বহস্য করেছে ? সে না তোমায় চাকুরপো
বলে ডাকে ? বোধ হয় সে তোমায় খেপিয়ে
গেছে ?

রাম । সে আমার সঙ্গে একথা নিয়ে রহস্য কোরবে কেন ?
আচ্ছা সেই যেন মিছে কথা বোলে, তা তুমি দেখতে
চাও কি শুনতে চাও ? দেখলে তো প্রত্যয় যাবে !
তুমি জান তোমার বাড়ীতে আজ ভারিধুম, আজ
সেই ঘোমটা দেওয়া সহি আবার আসবে । আবার
ফুলমণির ঘরে আমার নিমন্ত্রণ । তা এসবই কি
মিছে কথা ?

রাজী । বলকি চাটুয্যে ? বলকি ? একি সত্য কথা ? হায় !
হায় ! হায় ! এযে সকলই সপ্নের ন্যায় বোধ-
হচ্ছে । চাটুয্যে আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত
হলো, আমি যে ভাই কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে ।
আমি কি সপ্ন দেখছি ! হায় কি হলো ; কি হলো ;
হা ভগবান্ কি কল্লো ? সৰ্কনাশী আমার বুকে
বোসে দাড়ী ওপুড়াচ্ছে ? আর তারই বা দেখ কি

এ আমার কপালের দোষ। চাটুর্ষ্যে মাতা যে
মুখে গ্যেছে। ফুলমণি বেটীই আমার মজালে।
প্রিয়নী আমার কিছুই জান্তোনা।

রাম। স্থির হও ভাই এত উতলা হোয়েনা। আগে
স্বচক্ষে দেখো, ভাল করে প্রত্যয় ঘাও, তার পর
যা হয় বিহিত কর।

রাজীব। দেখবো কি তার আমার নাথা মুণ্ডু।
বিশ্বাস্ না হোলেও হোয়েচে? তুমি কি আর
মিছে কথা বল্ছো। যা বল্ছো সকলই সত্য।
(চিন্তা) ফুলমণি। বেটী আমার সর্ম্মনাশ কল্যে?
বেটী সংসারটা ছারে খারে দিলে। ঐ বুদ্ধি
দিয়ে আমার প্রিয়সীকে খারাপ কোলে। নইলে
প্রিয়সীতো আমার তেমন্ ছিলনা। চাটুর্ষ্যে একথা
শুনে আমার প্রাণের ভিতরে যে কি কোচ্ছে তা
আমিই জানি আর সর্ম্ম শক্তিমান্ ভগবান্ই জা-
নেন্। আমি কি কোব্বো ভাই? আমার হাত
'পা পেটের ভিতর সোঁদিয়ে গ্যেছে?

রাম। কাতর হবার ইতো কথা। তা আপাততঃ একটু
স্থির হও? এতো উতলার কৰ্ম্ম নয়! তুমি আছ
বেরিও না। এই খানেই থাক? তার পর সঙ্কল্প
পর সে ব্যোটা কে এক চোটে খুব জ্বল কোরে
দাও।

রাজী। ভাই আমাতে কি আর আগি আছি? আমার বুক পাঁচ হাত্ দোনেগোছে। আর আগি তাকে কেমন কোরে জ্বল করবো। আগি তার জোরে পারবো কেন? আগার তো আর তখনকার মত বল শক্তি নাই। প্রকাশ্য রূপে মারপিট করবাব ও জো নাই? তা হলে আইন্ বিরুদ্ধ কাহ হয়, তুমি ভাই যা হয় একটা বিহিত কর। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ্ পেয়ে গ্যাছে।

রাম। প্রকাশ্য রূপে মারপিট কোনমতেই উচিত হয় না? তা হলে বে আইনি কাজ্ হবে, আর লোকেও হাঁসবে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা রঘুনাথ আমুক তার সঙ্গে পরামর্শ কোরে যা হোক একটা স্থির করা যাবে।

রাজী। বলি কি পাঁচুকানে তোলাটা কি ভাল দেখায়?

রাম। পাঁচুকানে উঠতে কি আর বাকি আছে। রঘুনাথ জেনেছে, তোমার আর পক্ষের শালা সিদ্ধেশ্বর জেনেছে। তবে তোমাব ভাগ্য ভাল, যে সাধারণে আর কেউ টের পায়নি।

রাজী। তুমি যা ভাল বোঝো তাই কর! ভালো সিদ্ধেশ্বর এখানে কোথা থাকে।

রাম। সিদ্ধেশ্বর এখানুকার হেড কনষ্টেবল্। সে শুনে পর্যান্ত লজ্জায় তোমার সঙ্গে দেখা করে না।

(রঘুনাথ বিশ্বাসের প্রবেশ)

রঘু । থুড়ো মশাই নমস্কার !

রাম । এস এস বাবাজী এসো—বসো । তবে কান
তোমায় দেখিনি কেন ?

রঘু । আজ্ঞে কাল আমি এখানে ছিলাম না । (উপ-
বেশন)

রাম । আচ্ছা বাবু সেই মোকদ্দমাটার কি হলো ?

রঘু । মোকদ্দমা দায়রায় সোপরদ্দ হয়েছে এখন চূড়ান্ত
নিষ্পত্তি হয় নাই ।

রাজী । আরে দারোগা সাহেব যে ! ভাল আছত ?

রঘু । গাঙ্গুলি মহাশয় নমস্কার অপরাধ নেবেননা, আমি
আপনাকে দেখি নাই, তবে শারিরীক ভাল
আছেনতো !

রাজী । কি জান বাবু তোমাদের ভালতেই ভাল ।
তুনিতো আছ ভাল ? পরিবারের কুশলতো ?

রঘু । আজ্ঞা হাঁ ! আপনার আশীর্বাদে সকলই মঙ্গল ?
মহাশয়কে এত চিন্তাশীল দেখছি কেন ?

রাজী । কি জান বাবু চিন্তা আরো মনুষ্যাণাং ? ভাবনা
ছাড়া কে কোথায় আছে ।

রাম । গাঙ্গুলি মহাশয় বড় বিভ্রাটে পড়েছেন, ঠিক সমূহ
বিপদ ?

রঘু। বলেন্ কি? আমরা থাকতে ওঁর বিপদের প্রতী-
কার হবেনা? উনি হচ্ছেন বড় লোক। আমরা
প্রাণপণে ওঁর সাহায্য কোর্বো।

রাজী। ভক্তেরতো এই কথাই বটে?

রঘু। কি হয়েছে ভেঞ্চেচরে বলুন দেখি?

রাজী। বাবা আমি বোলতে পারবোনা। এই চাটুযো
সব জানে তুমি ওঁকে ডিঞ্জেস্ করো।

রাম। (ইঙ্গিত করিয়া) আমি সব বল্চি এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজী। (দ্রুত করিতে করিতে) গুরুসত্য! গুরুসত্য!
গুরুদেব তুমিই সত্য, আর সবলই মিছে (স্বগতঃ)
আমার এখন পর্য্যন্ত প্রেয়সীর উপর সম্পূর্ণ সন্দেহ
হচ্ছেনা। আর এযে না হবারই কথা। তিনিতো
আমার ভেদে ছিলেননা, ওই বেটাই নাসিন্ মজালে।

(রামকান্থ ও রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘু। হয় অর্নধিকার প্রবেশ বোলে চৈলে দাও, নচেৎ
চোর বোলে গ্রেপ্তার কোরে দাও? কিন্তু কাহ্টি
অতি সাবধানে কর্ত্তে হবে? যাতে অপর লোকে
না জানতে পারে। তাহলে গোল্ হোয়ে পড়বে,
বড় ঘরের কথা রাষ্ট্র হওয়া বিছু নয়। আমিও
পুলিঙ্গের বাজে লোক অনুবোনা, সেট। ভালও দে-

খায় না, আর তাহলে ছাপাও থাক্বেনা ? কেবল
আমি আর সিংধুগর আমরা দুজনে গুপ্তভাবে ঠিক
১১টার সময় আসবো—(উপবেশন)

রাজী। তাই কর বাবা তোমার বেটার কল্যাণে শীলাকে
চোদ্দ বছর ঠেলে দাও ।

রঘু। আপনার কিছুমাত্র ভাবনা নাই। আমি ভাল
রূপে শাসিত কোরে দেবো ।

রাজী। কিন্তু বাবা আমার গৃহিণীকে কিছু বোলনা, কি
জান যদি তিনি বেরিয়ে জান্ তাহলে আমাকে
আর আমার বোলতে কেউ নাই। বরং দুটো
চাটে কিছু কপা বোলে বুঝিও। আর ওবেটাকে
খুব্ ডক্ করে।

রঘু। আমাকে আর বেশী বোলতে হবেনা ? আপনি
যাতে সমুদ্র ট থাকেন তাই করা যাযে ?

রাজী। তা যদি করো বাবা তা হলে চিরকাল তোমায়
আশীর্বাদ কোরবো ।

রঘু। যে আজ্ঞে তবে এখন চলোম্ ।

রাম। আমরা ও উঠি ।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

— ০ —

শয়ন গৃহ ।

(হেমাস্মিনী তাম্বুল প্রস্তুত করিতে করিতে)

হেনা । মনটায় আনন্দ বড় কুঁচুতি হোয়েছে । আনন্দ নিক-
টকে রাজ্য ভোগ । আজ তবু অনেকটা নির্ভয়
হোয়েছি । কিন্তু সেই সবল কথা যখন স্মরণ হয়
তখন বুকটা ধড়াস ধড়াস কোরে ওঠে । যদি প্র-
কাশ হয় তাহলে মুখ দেখান ভার পাবে । স্ত্রীলো-
কের এর চেয়ে কলঙ্ক নাই । পুরুষ চোব, আর
স্ত্রী ভ্রুটা বড় বদনাম । তা কি কোব্বো, স্ত্রী
জাতির স্বামীই সর্বস্ব ধন ; স্বামী যদি মানুষ
হোতেন তাহলে কি একায়ে প্রবৃত্ত হোতে পারি ?
মনোমত স্বামী মত্তে কেউ কি আর অপরে অনুরক্ত
হয় ? আমার না বাপ যে কি বোলে, এ হাবাতের
হাতে সমর্পণ । কোরেছিলেন বোলতে পারি না ।
এ পাপের ভোগ তাঁদেরই । আমার দোষ কি ?
এমন অসহায় কি সুখ হয়ে থাকে ? তা এখন যদি
সুখ না হোলো, তাহলে জীবন যৌবন, সকলি বৃথা,
এনারী জন্মই বৃথা হোলো । স্বামী পরম গুরু
সত্য । কিন্তু সে কেমন স্বামী, যাকে স্বামী সম্বোধন

কোর্ভে ঘৃণা হয়, তাকে কি ভক্তি করা যায় ? দুব
হোক ! আমি আর ওমন্ ভাবি কেন ? আমি বেশ
জান্টি মন্দ কচ্চিনে, লোকে যা বলুক, কেন পুরুষ
যদি পরদার করে তাতে অধর্ম নেই, স্ত্রীলোকের
বেলাই যত দোষ, স্ত্রীলোকের কি গন নাই ইন্দ্রিয়
নাই ।

(ফুলমণির প্রবেশ)

ফুল । (সট্কা রাখিয়া) ভালা যাহোক্ খুব বুদ্ধির
জোর বটে ? কালতো কড়াকে দেখে আমার আ-
ক্কেল গুড্‌ম্ হোয়েগেছিলে । তা ওমন্ নইলে আর
মেয়ে মানুষ । খু বাহাদুরি বটে ।

হেমা । আমার আর বাহাদুরি কি বোন্ ? তুইতো আম'র
শিক্ষাপ্তর ।

ফুল । এখন তুমি গুরুর গুরু হয়ে দাঁড়ায়েছ ' আমাদেব
আজও অতদূর বৃদ্ধি হয়নি ।

হেমা । বলবি বটে ; ন্যাকা কি না ? রাধাআধব্ ' তোব
কি আর বুদ্ধি আছে তুইতো হাবা মেয়ে মানুষ ।

ফুল । যাগ্‌গে ওকথায় আর কাহ্নেই ; এখন এরা আস্‌চে
না কেন ?

হেমা । এখনো রাত্ হয়নি—(বাটার বাটী দেখিয়া) কই
ফুলমণি মস্‌লা আনিস্‌নি ?

ফুল। হ্যাঁ এনেছি ঠিক, দোখ দেখি ?

হেমা। কৈ না তুই ভুলে গেছিস্ ; যা ভাই শিগ্গির
কোরে নিয়ে আয়। (ফুলমণির প্রস্থান)

হেমা। আহা ! ফুলমণি চলে গেল, জল খাবার আনান
হয়েছে কি না জিজ্ঞেসা কর্তে ভুলে গেলেম্ !
আর নফর সদ্দারকে আচ্ খিঙ্কিতে থাকতে বো-
ল্লে ভাল হতো, শ্যাম বাবু যদি আসেন তাহলে
তঁাকে বাড়ী পৌছে দেবে কে ?

(ফুলমণির প্রবেশ ।)

ফুল। এই নাও ভাই।

হেমা। হাঁ ফুলমণি জল খাবার আনান হয়েছে ? আর
সদ্দারকে—

ফুল। সব হোয়েছে কিছু বাকি নাই।

হেমা। ফুলমণি আমি তোর খায় কোন মতে শুপ্তে
পাববো না। তুই মনের কথা টেনে বার করিস্।

ফুল। তা যাহোক দিদি বাবু আচ্ আমি আপনার ঘরে
গে শোবো।

হেমা। কেন্দো কেন্দো আজ কি হোয়েছে ?

ফুল। জাননা কি ? আজ যে সেই অপদার্থটা আসবে।

হেমা। বলিস্ কি ? সত্যি সত্যিই ফাঁদে পা দিয়েছে।
ওটাকেই আমার বড় ভয় ছিল।

ফুল। ফাঁদে আবার পা দেবেনাতো যাবে কোথা।

টিক ১১ টার সময় আসবে।

হেমা। তবে আর কি এঁরা এলে পরে, তুই তামাক
টামাক দিয়ে যাস্ এখন!

ফুল। আচ্ছা তাই হবে।

(প্রস্থান)

(অপরদিক্ দিয়া প্রিয়নাথ ও শ্যামাপদর প্রবেশ)

প্রিয়। হুজুর সেলাম (শ্যামাপদর হাত ধরিয়া) এই
তোমার শ্যানসুন্দর কে মথুরা থেকে ধোরে
এনেছি, আস্তে কি চায়, কত নিনতি কল্যেহ,
পায়ে ধল্যেহ, বল্যেহ তোমা বিনে রাই প্রানে
বাঁচেনা।

হেমা। (উঠিয়া) তবে শ্যাম বাবু ভাল আছ? আজ
আমার পরম ভাগ্যি! এস বস বস, এত দিনের
পর মনে পোড়েছে তবু ভাল?

(সকলের উপবেশন)

শ্যাম। মনে আবার হবেনা, সদতই মনেকছি। আপনার
গুণ কি ভুলতে পারি?

হেমা। আজকের বাজারে তাই মনে রাখলেই যথেষ্ট
হোলো (প্রিয় প্রতি) প্রিয় শ্যাম বাবুকে ভাল
করে বসাত, আমি পান সাজি।

প্রিয় । বটেই বেশ বোলেছ (রহস্যাক্সলে) মশাই-উই
বসুন বসটা ভাল হলোনা ।

(তানাক লইয়া ফুলমণির প্রবেশ)

প্রিয় । তানাক ইচ্ছে করুন্ মশায় ।

শ্যাম । আর অত খাতিরে কাজনেই—খাওনা ।

প্রিয় । আরে তা হবেনা, প্রেমসীর হুকুমেতে তোমাকে
দুশো খাতির কোরবো । (ছুকা প্রদান)

প্রিয় । আরে ফুলমণি যাও কোথা ?

ফুল । আমার ভাটি একটু বরাং আছে ? কি বল্চ বল ।

প্রিয় । তুমি যে দেখছি ঘোড়ার উপর জিন্ দিয়ে
এসেছ ।

হেমা । ওকে আজ আর কিছু বলনা, ওর আজ নাগর
আসবে ?

ফুল । দূর মড়া ওকি কথা ? (প্রস্থান)

প্রিয় । সত্যি নারি ? তা পোলে মেয়ে মানুষটা শুকলা
থাকে দোসর তো চাই ! তা এত তাড়া তাড়াই
কেন ? (ধূমপান)

হেমা । বাসর সজ্জা কর্ত্তে গেল ! শ্যাম বাবু তুমি ভাই
কেন মাঝে মাঝে এসনা, এলে আমি বড় সুখী
হবো ।

শ্যাম । কি জানেন্ আমি অসুতে পারি, তবে কি— না

প্রিয়। ওই দেখ তোমার শ্যামসুন্দর ভয় পোয়েছেন।

হেমা। তুমি কোন্ না পেতে ছুদিন আস্তে আস্তেই
ভয় ভাঙ্গা হবে? আর ভয়ইবা কি?

প্রিয়। হাঁ সই ঠিক বোলেছ' তুমি থাকতে কি আর
ভয় হয়?

হেমা। কি রঙ্গই গিথেছ? তা শ্যাম বাবু আমার মাতা
খাও মাঝে মাঝে এসো।

প্রিয়। তুমি কি এখানে বোসে থাকবে?

হেমা। এই যে ভাই আমার হোয়েছে—(বাটা রাখিয়া
তাম্বুল প্রদান)

প্রিয়। (চিবুক ধরিয়া) আজ তোমার তিনি কোথায়?

হেমা। চুলোয়—ও কথা আর কও কেন? শ্যাম বাবু
একটা গাওত ভাই।

শ্যাম। এই যে ভাই গাই। একটা রকম সই গাই।

ইমন—আড়া।

কামিনী কোমল প্রাণ, সহিবে কত যাতনা।

স্বরেরি কুসুম শরে, করে বিষম তাড়না ॥

পুলকে পঞ্চম স্বরে, গাইতেছে পিকবরে,

শ্রবণে গরল করে, কেননে বাঁচে ললনা।

মলয় যারুত ভরে, বিষ বরিষণ করে,

মুখাংশু শীতল করে, বাড়িল অঙ্গ যাতনা ॥

হমা। বাহবা বেশ শ্যামাবাবু বেশ, বেশ, বেড়ে
গেয়েছে আর একটা গাও ভাই।

প্রিয়। (অঙ্গরাখা উন্মোচন) বড় গ্রীষ্ম হচ্ছে; আর
পোনের দিন ধোরে আদবে জল হচ্ছে না।

হমা। প্রিয়নাথ তোমার কোঁচার ভিতর কি? একটা
বোতল যে, দেখি।

প্রিয়। হুঁ! হাত দিওনা ও একটা জিনিষ।

হমা। আমার মাতা খাও বলনা!

প্রিয়। সেই——মনে নাই——কাল যা বোলে
ছিলেম্।

হমা। কৈ দেখি দেখি।

প্রিয়। আর দেখে কান্দনেই, তুমি একটা গেলাস্ আর
একটু জল আন। (শ্লাশ ও জল প্রদান)

প্রিয়। (শ্লাশে ঢালিয়া) খাও দেখি?

হমা। আনি ভাই খাবনা, তোমরা খাও।

প্যাম। উনি যদি না খানতো জেদকোরনা—(মদ্যপান)

প্রিয়। প্রেয়সী আমার মাতা খাও একটু খাও, বেশুর
নয়, এক চুমুক, খারাপ লাগে ফেলে দিও।

হমা। নিতান্তই খেতে হবে? আচ্ছা দাও—(একচুমুক
পান) উঃ বাপ্পুরে বাপ্পুরে একিরে? ওপ্রিয় বুক
জ্বলে গেলযে, রাম্ রাম্! থুঃ! থুঃ! থুঃ! এই কি
তোমার, চিনির পানা, ওবাবা যাইযে (বমন করণ)

প্রিয়। ছি। ছি। সব নষ্ট কোলে, গেলেইক? এতে কি
বুক জ্বলে, আমরা খেলেমতো।

শ্যাম। প্রথম থাকেন কি না? তা অল্প বুক জ্বলে বৈকি
খাঁটি মধুখেলে বুক জ্বলে না। এও-সেই রকম?

হেমা। আমার ভাই গাটা কেনন কোচ্ছে, বমি আসচে
আমি একটু শুই (প্রিয়র কোলে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

প্রিয়। ওইতো ছেলেমানুষি করো, চট্ট কোরে একটা
পান খাও দেখি, সব শুধুরে যাবে, এখনি মজা টের
পাবে? পানথুলে যাবে আবার দাও দাও কোরবে।

হেমা। আর কান্ধেই টের হয়েছে, প্রিয়নাথ তুমি একটা
গাও ভাই।

প্রিয়। আমি গাইব আচ্ছা শোন?

রাগিনী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

ওমা তারিনী বাজাও বাঁশরী।

কদমতলায় দাঁড়িয়েকালী হয়ে ত্রিভঙ্গমুরারী।

বৃন্দাবনে গৌর এল, পামার সাহেব দেউলে হলো।

এমান্ হোসেন রণে মলো, কোরে মাথন্ চুরি।

তালগাছে বাগের বাসা, হয়েছে মা মদের নেশা,

শুচে গেল সে সব আশা, নেশার কোঁকে মরি।

হেমা। প্রিয়নাথ কি গাইলি মরে যাই, তোর গুণে ঘাট

নাই, আমারও ভাই মদের নেশা হয়েছে।

প্রিয় । আমি বুঝতে পেরেছি, তা এখন বুঝেছ কেমন বলে ?

হমা । তুই ঠিক বলেছিস্ তাই, মনে বড় স্ফুর্তি হোয়েছে প্রিয়নাথের তুই যদি আমার ভাতার হতিস্ ।

গাম । তা উনি তো এক প্রকার স্বামীই আছেন ; রাজীব বাবু আটপাছরে, উনি হচ্ছেন পোষাকি ।

প্রিয় । মিছেকি, পতি আর উপপতি, কেবল দুটো অক্ষরের তফাৎ বৈতো নয় ; বরং পতির চেয়ে উপপতির মান জেয়াদা ।

হমা । কিন্তু তাই উপপতি হোলো চোরা ভাতার সর-পটুতো নয়, আর উপপতি কথাটা শুন্তেও কেমন কেমন লাগে ।

প্রিয় । শুন্তে আর খারাপ্ কি ? খারাপ্ ভাবলেই খারাপ্, আর ভাল ভাবলেই ভাল ।

হমা । আমি কি আর মন্দ ভাবি, তবে কি জান লোকের কাছে বলবার জো নাই—আমার ভাই যাতে মন্ লাগে, আমি তাকেই ভালবলি, ওই যে কথায় বলে “যার প্রতি যার মজে মন,” আমার ও তাই ।

প্রিয় । তা নইলে কি আর আমার উপর এত অনুগ্রহ ।

হমা । বটে বটে, বোলবে বটে, অনুগ্রহতো তোমারই, তুমি যে পরের ছেলে দয়া কোরে আমার কাছে এসো এই আমার যথেষ্ট । তা ভাই যথার্থ বোলতে

কি, তুমি যদি আমার স্বামী হতে, তাহলে আমি ভারি সুখি হোতেম্। এই জরাজীর্ণ বুড়োর পাশ্চাত্য পোড়ে কোন সুখই পোলেম্ না। আমার নারী জন্মটা বৃথা হোলো; আচ্ছা ভাই শ্যাম বাবু পুরুষ মানুষের ছুটো তিনটে বিয়ে হয়, মেয়ে মানুষের কি ছুটো ভাতার হয় না?

শ্যাম। (স্বগতঃ) তাহলেই প্রতুল আর কি (প্রকাশে) কেন হবেনা, দ্রোপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী এদের সকল কারইতো আটপৌরে, পোষাকি ভাতার ছিল, তবে বর্ত্তমানে আমাদের এদেশে হয় না বটে, কিন্তু ইংরেজ মুসলমানদের আক্‌সরেই হয়ে থাকে, তবু সে একরূপ নয়। তাদের যদি মাগ্‌ ভাতারে না বনে, তাহলে সে ভাতারকে ছেড়ে আর একটা বিয়ে করে।

হেমা। (হাস্য) আমরাতো ভাই ইংরেজদের প্রজা, রাজাদের যদি এমন, তো আমাদের না হবে কেন? প্রিয়নাথ আমি যদি আমার স্বামীকে ত্যাগ করি তুমি কি আমায় বিয়ে কর?

প্রিয়। এই দণ্ডে। তাহলে আমি তোমার কলিকাতায় নিয়েগিয়ে এই দণ্ডে ব্রাহ্মী করে, ব্রাহ্মমতে বিয়ে করি।

হেমা। বোলতে কি ভাই আমি সেটাকে মনে মনে অনেক দিন ত্যাগ করেছি।

শ্যাম । তবে আর শুভ কর্মে বিলম্ব কি, যখন দুজনকার
মন হয়েছে, তখন “এতে গন্ধে পুষ্পে” হোয়ে
গ্যেলেই হলো ।

হেমা । (রহস্যচ্ছলে) একি মুখের কথা ! বরকর্তা কৈ ?
কন্যাকর্তা কৈ ?

শ্যাম । ব্রাহ্মমতে বিয়ে কর্ত্তে গেলে কিছুই দরকার নাই,
তাদের সকলই নূতন ফেসানের । আর তাও যদি না
হয়, আমার মতে—বরকর্তা বর, কন্যাকর্তা কন্যা,
আর শর্ম্মাই পুরোহিত ।

প্রিয় । ঈর্কি ওঁ কথা যাক, প্রেয়সী তুমি একটা গাও ভাই ।

হুম্মা । আমি ভাই গাইতে জানিনে ।

প্রিয় । তা গোলে চলে না, যা জানো তাই গাও ।

হেমা । আচ্ছা ভাই তবে গাচ্চি, তোমার উপরোধ কি
এড়াতে পারি ।

গীত ।

ঝিঝিট_খান্ধাজ্-কাওয়ালি ।

যৌবন কমল মোর মুদেছে জনমের মত ।

আর কি আসিবে কান্ত অভাগীর মনোমত ॥

বিকসিত তামরসে, অলি এসে উড়ে বসে,

মিছেকি আর নীরসে, মজিবে তাহার চিত ।

সেতাব হইত যদি, তারে পেতেম নিরবধি,

বিচ্ছেদ ঘোরজলধি, হেরেকি ভয় হইত ।

নাহিক কমলে মধু, ছুরেতে গিয়েছে বঁধু,

আমারে কোরে অনাথা, হয়েছে সে অন্যেরত ॥

প্রিয় । তোমার যৌবন কমল শুকোবে কেন বালাই ।

হেমা । ভাল রঙ্গ শিখেছ ; সকল কথাতেই ছল ধর ।

প্রিয় । রঙ্গ কোরবো কেন প্রিয়ে ; আমার একান্ত বাসন

তুমি যেন চির যৌবনা হয়ে থাক ।

হেমা । (প্রিয়র গলা ধরিয়া) মাইরি নাকি ? তা ভাই,

আমি চির যৌবনা হোলে কি হবে বল ? তোমার

এই ভাব চিরদিন থাকে তবেই তো ।

প্রিয় । (হেমাজিনীকে আকর্ষণ করিয়া) আমার অন্তরের

ভাব আর তোমায় কথায় কি বোলে জানাবো,

“কলেন পরিচিয়তে” দেখতেই পাবে । যদি বুক

চিরে দেখাতে পারিতেন তা হলে আমার অন্তরের

ভাব দেখতে পেতে ? এখন তোমার অনুগ্রহ যদি

• চিরদিন থাকে, তা হলেই মঙ্গল ।

হেমা । বোলতে কি প্রিয়নাথ আমার যে একতিল স্বপ্নে

থাক্তে মনু ধরে না । আমি তোমায় এক দণ্ড না

দেখলে যেন চারিদিক অঁধার দেখি ; তোমাকে

পেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাই ; তুমি যদি

আমার ভাতার হাতে তা হলে কত সুখই হোতো

(অনুরাগের সহিত চুম্বন) ভাই আমি এই হত-

ভাগার হাতে পোড়ে জ্বালাতন হয়েছি; একতিলও মনের সুখ নাই, পোড়াকপালে যেন আমার দুচক্ষের দিগ্‌ হোয়েছে; ও ঘরে এলে আমায় যেন যমে দরে, তা আমি ভাই ঘরে থাকতে চাইনে, তুমি আমার কোথাও নে চল, কি বল পারবে তো ?

প্রি।। প্রেয়সী এওকি একটা কথা, আমি তোমায় এই দণ্ডে নেঘেতে পারি তোমাকে আমি মাথার মনি কোরে রাখবো; তবে কি জান! সহসা এমন করবার কিছু আবশ্যক নাই; তুমি কিছু দিন অপেক্ষা করো না ও বুড়ো আর ক দিনের তরে; ওতো জ্বর জ্বর হয়েই আছে, দুদিন বৈ শিঙ্গে ফুকে, সমুদায় বিষয়টী তোমার হাতে আসবে, তার পর তোমায় আনায় সুখে রাজ্য ভোগ করবো। তখন আর এক কথা বলবার কেউ থাকবে না।

হেমা। আমি তো ভাই ঐ আশাতেই আজও ঘরে রয়েছি, নইলে এদিন কোন্ কালে ভেসে পোড়তেম। তা হাড় হাবাতে তো মরে না, ওর মরণ নেই; যমে ওকে ভুলেছে। পোড়ার মুখের এখন নগীন ছোকরা হতে সাধ যায়, কালাপেড়ে ধুতি পরেন্ চূলে কলপ লাগান্; ঠিক যেন যাত্রার দলে সং সাজেন।

প্রিয় । কর্ত্তা তো ভারি রসিক।

হেমা । ওর গুড়ির মাথা ।

(নেপথ্যে ফুলমণির চিৎকার) ।

ফুল । বাবা গো ; গেছি গো ; মেরে ফেল্লে গো ; খামকা
মারে গো ; আর মেরোনা—বাবা তোমাদের দোহাই
বল্চি আমি কিছু জানিনে গো——(পটাপট শব্দ)
বাবারে আর মেরোনা গো, মলুম গো ; ছেড়ে
দাও গো, দিদি বাবু গো বাড়ীতে চোর ঢুকেছে ;
আমায় চৈঙ্গিয়ে মাঞ্চেগে ! ওরে সর্কিনেশে ব্যোটারা,
ওরে হতছেড়ে রা, ওরে গুথেগোর ব্যোটারা ;
কোঁটা খেগোরা ; ওরে ও পোড়ার মুখোরা তোরা
শীঘ্র যোনের বাড়ী যা আর—

দারোগা । (নেপথ্যে) চূপনেটী নেমক্ হারাম্ চৈঁচাবি
তো গুড়ো করে ফেল্বে। বেটীর মুখ বেঁধে এই-
খানে ফেলে রেখে দাও ; কর্ত্তামশাই আসুন ;

কস্তা । (নেপথ্যে) আমি আর কি কোস্তে যাবো ; তোমরা
যাও ।

রাম । আচ্ছা অপনারা এখন যান, আমরা এই খানেই
আছি, দরকার হলেই ডাক্বেন ।

শ্যাম । এ কিসের গোলমাল ভাই ?

প্রিয় । ফুলমণি চৈঁচাচ্ছে না, ব্যাপারটা কি ; কি হয় ছে :

সস্তি চোর নাকি । আমি একবার বাহিরে গিয়ে
দেখে আসি ।

হেমা । না না যেয়োনা, যেয়োনা, ফুলমণিকে চেকাচ্ছে,
আবার কর্তার গলা পাচ্ছি, এর কিছু বুঝতে
পারিনি ।

শ্যাম । এ—(সভয়ে) এ—কর্তা টের পেয়েছে নাকি,
তবেই তো মুক্তি ।

হেমা । টের পাবার তো কোন কারণ দেখি না, কর্তা
তো সকালে তালুকে গেছিলো, এলো কখন ?

শ্যাম । (সকাতরে) মজালে মজালে আমি বাবা এই
বেলা পিউনদি, যা থাকে কুল কপালে, আমি
মায়ের এক ছেলে, আজ যদি বাঁচি, ত অনেক
কাল বাঁচবো—

হেমা । অমন কর্ম কোরনা, এখুনি ধরা পড়বে তাহলে
কি বাঁচবে ? মেরে গুঁড়ো কোরে ফেলবে ?

শ্যাম । তাইতো অঁা কি হবেগো, এয়ে এগুলোও নির্বৎ-
শের-বেটা পেছুলেও নির্বৎশের-বেটা । আপনি
একটা উপায় করুন, নইলে খামকা ব্রহ্মহত্যাটা
হবে ; হায় হায় হায় বুঝি বেখোরে প্রাণটা গেল !

হেমা । স্থির হওনা, যা হয়েছ এখন তার চারাকি ।

প্রিয় । (উঠিয়া টলিতে টলিতে) ওরে শালা শ্যামা
তুই যে বড় প্যান প্যান কর্চিস্ তুই শালা বড়

নরাধম্। কাঁদলে কি হবে বল, যাঁ হবার তা হবেই। প্রেয়সী সুখে থাক্ একটা যোগাড় হবেই। আর যদিই মার খাস্ তো তুইও খাপি আমিও থাকো। কিন্তু বাবা যদি পালাও তো বোতলের বাড়ী মাথায় এমনি এক ঘা দেবো যে এককালে কুপোকাত। ওরে শালা তুই এতকাল পড়লি শুন্লি কি? তোর যে দেখছি কিছু মরাল করেজ নাই।

হেমা। প্রিয়নাথ এখন ভাই চাট্টার সময় নয়। তুমি বোতলটা সরিয়ে ফেলো আর দেখো খুব বাঁচিয়ে-চোলো—শ্যাম বাবু তুমি ঐ এক ধারে চুপ করে পোড়ে থাক।

শ্যাম। আচ্ছা বাবা (শয়ন)

প্রিয়। তা আর একবার কোরে বোল্‌চো, আমি ধরা পোড়েছি না পোড়তে বাকী আছি, আমার গায়ে যদি কেউ হাত দেয়, তো এক শ্যালাকে একেবার নিকেস্ কোরে ছাড়বো।

হেমা। না না সহসা মারপিট কোরনা, প্রথমে যা হয় আমি বোল্‌বো।

(রঘুনাথ ও কনফেবলের প্রবেশ)

রঘু। কৈ? কোথায়? কোথায়?

কণ। ওই যে এক বেটা বোসে আছে, আর এক ব্যোটা শুয়ে পড়েছে।

হেমা। (সম্মুখীন হইয়া) কে তোরা, কি মনে কোরে?

রঘু। (গম্ভীর ভাবে) পুলিশের লোক দরকার আছে?

হেমা। (সকোপে) অ্যাঁ তদ্বর লোকের অন্তর মহলে . কি দরকার? কি দরকার তার নাম্নেই?

কণ। চোর গ্রেপ্তার কোর্তে।

হেমা। কি বলি চোর? চোর কি গৃহস্থের ঘোঁঝির কাছে থাকে? হাঁরে বেটা একি ন্যাকা বোঝা-চ্চিস্। তো-বেটারা চোর; সাজগোজ করে বুঝি চুরি কর্তে এসেছিস্। ভাল চাস্তো বেরো; পুলিশ ও মান্‌বোনা, দারোগা ও মান্‌বোনা। একেবারে—

রঘু। তুমি চপ্করে থাকো গোল্‌ কোরোনা।

হেমা। চুপ্‌ কোর বো কিরে ব্যাটা; বেরো! বেরো বজ্‌চি বেরো! নইলে সদ্দারকে ডেকে এক এক টার মাতা দোফাক করে ছাড় বো।

রঘু। তোমার সদ্দার খিড্কিতে পোড়ে জল্‌ ২ কটে?

হেমা। ওরে ব্যাটারা ডাকাত্‌ তোরা দাজ্‌জা কর্তে এসেছিস্।

রঘু। আমরা দাজ্‌জা কর্তেও আসিনি আর ডাকাতি কোর্তেও আসিনী, সিদ্দেস্থর ওই ব্যাটাকে ধর তো!

কণ। (প্রিয় কে) তুই কেরে শাল?!

প্রিয় । আদ'নি, হ্যায় খোদাবন্দ হুজুর আপনিকে ?
জান্তে ইচ্ছাকরি, ভাল চাও তো গায়ে হাত
দিও না নতুবা এক মুঠা ঘাতে কায শেষ ।

কণ । চুপরাও শালা (প্রিয়কে আক্রমণ)

প্রিয় । এস বাবা তোমায় আমায় এক হাত মল্ল যুদ্ধ
করি (কনস্টেবলের গগুদংশন ও চাপরাস্ ছিন্নভিন্ন
করিয়া ভূনে নিক্ষেপ) ।

কণ । আরে বাবারে বাবারে শালা কি বদমায়েস্ (চাপ-
রাস উত্তোলন) ।

প্রিয় । কি বাবা রাংতা কুড়োচো ? দেখো খুব
হঁসিয়ার হোয়ে কাজ্ কোরো উঠলে আর রক্ষে
থাকবেনা ।

(কনস্টেবলের অধোমুখে অবস্থিতি)

রঘু । কে তুই (শ্যামাপদের কেশ ধরিয়া) ।

শ্যাম । বাবা গিছি, বাবা গিছি —(ক্রন্দন)

হেমা । ওরে ব্যাটা ছাড বলছি, নইলে এই ঘটির বাড়ী
মেরে আজ রক্তে নদী কোর্বো । তোর মাথা
ভাংবো শেষ আপনার মাথায় বসিয়ে দেবো ।

প্রিয় । কিছু বোলোনা, দেখনা কি করে, শেষ “প্রহারেণ
ধনঞ্জয় ।”

রঘু । (কেশ ছাড়িয়া স্বগতঃ) কি ভয়ানক মেচয়

মানুষ (প্রকাশে) ওগো বাছা তুমি অমন কোচ্চ
কোন ? তোমায় তো কিছু বলিনি ?

হেমা । আমায় বলবি কিরে ব্যোটা, পাজী বজ্জাৎ
তোর এতবড় যোগ্যতা ; তোর ঘাড়ে কটা মাথা ?
তোর কথা কইতে একটু লজ্জা হয় না, তোর মনে
একটু ভয় নেই ? বেটা তুই জমীদারের অন্তরে
চুকে চিস্, জানিস্‌নে, তোর মাথা নেব ? পুলিসের
লোক হয়ে বেয়াইনি কাজ ?

রঘু । আমরা বেআইনি কাজ ও করিনি ? বেছকুমেও
আসিনি কৰ্ত্তার ছকুমে এসেছি ?

হেমা । কৰ্ত্তা কেরে বেটা, ডাক্‌না তোর কোন বাবা
ছকুম দিয়েছে ।

(রাজীব ও রামকান্তর প্রবেশ)

রঘু । এই তিনি আস্‌ছেন ।

রাজি । (স্বগত :) প্রেয়সীর খুব সাহস্ টা আছে ;
আমার যদি অমন সাহস্ থাকতো তাহলে এক
চড়েই দুব্যোটাকে নিকেশ্ কোন্তেম্ ।

হেমা । (দেখিয়া) ইনি কৰ্ত্তা ; আরে কৰ্ত্তারে ? হাঁরে
ও আটখুড়ির বেটা ও কালামুখো ও মুখপোড়া,
তোর কি একটু লজ্জা নাই । তুই কি না অন্তরের
ভিতর পুলিসের লোক ঢোকাস্ ? তোর কি মতি-
ছন্ন ধরেছে, তুই না তালুকে গেছিলি ? সব

বজ্জাতি—পেটেই নষ্টাম বুদ্ধি। তুই না মিছে
কথা। কোস্‌নে, ও আমার ধর্মপুত্র সুধিত্তির।

রাজী। এঁ—এঁ—এঁ—কি জান প্রিয়ে আমি গিয়েছি-
লেম্। তা আমি আজই চলে এসেছি, তুমি কিছু
মোনে করোনা।

হেমা। হ্যারে লক্ষীছাড়া ফের মিছে কথা! তুই যদি
গেছলি তো এরা কোথা থেকে এলো? আমি কি
কচি খুকি নাকি? যে কিছু বুদ্ধিতে পারিনে।

রাজী। না, না, তা কোন? বলি কি, বলি কি জান,
বলি কি জান্লে, কি না—এঁ—এঁ—এঁরা আর
অপর কেউ নয় আমারই বন্ধু মানুষ।

হেমা। তোর বন্ধু মানুষ তা এখানে কেন? বন্ধুমানু-
ষকে বুঝি আর কোথাও বসাবার জায়গা পেল
না। তাই বুঝি অন্তরের ভেতর দাঙ্গা কর্তে পাঠি-
য়েছে! না মাগ্‌কে বেআবুর্ক করতে ইচ্ছে? ও
কালামুখো, একি বোকা বোঝাচ্ছি না, তোর
মতিচ্ছন্ন ধোরেছে।

রাজী। প্রেয়সী বলি—তা—তা—বলি কিছু মনে করো
না? তো—তো—মাকে যে এক কথা জোরকোরে
বলে এমন যোগ্যতা কোন মিঞারি নাই। বন্ধু
তো বন্ধু আমার বাবার বন্ধু এলেও তোমাকে কিছু
বোঝাতে পারবে না। তবে কি জান, শুন্‌লেম্

অন্দরে নাকি চোর ঢুকেছে, তাই-এঁরা নাকি পুলিশের লোক তাই প্যাটিয়ে দিলেম। আর দেখতে ত্রু পাচ্ছি, সে কথা বড় মিছে নয়।

মা। ওরে মুখ পোড়া তুই কার মুখে শুন্লি, আর তোর কোন চোকে দেখলি? এরা বুঝি চোর? চোর বুঝি এমনি কোরে বসে থাকে, চোকে খেগো, চোকের মাথা একেবারে খেয়েছ?

জী। কি জান প্রেয়সী চোকের মাতা আমি অনেক কাল খেয়েছি। তা বলি কি এঁরা কে? তাই বোলো তো সব চুকে যায়।

হমা। বোলবো আর কি? বলবার কি পথ রেখেছি। চোকে থাকে তো ঠাউরে দেখ? আ! আঁঠুকুড়ো তোর এই কাজ? তুই আমার শতক খোয়ার করি, আমার পোড়ার মুখনেড়ে কথা কচ্চিস? বেহায়া!!! খবদার তুই আমার সঙ্গে আলাপ করিসনে তুই থাক্ এরশোধ নোবই নোবি। দেখ তোর কি হাল করি, তোকে জন্মের মত ভাস্বে যাবো?

জী। প্রিয়ে আমার কি—

হমা। তুই আমার সাম্নে থেকে যা।

ম। (জনান্তিকে) গাঙ্গুলি তুমি চুপ কোরে থাক?

যু। ওগো বাছা তুমিতো বড় বেআড়া মেয়ে মানুষ

তুমি স্বামীকে অমন কটুক্তি কচ্চো, তোমার মুখে
একটু আটক নাই। তোমার মুখ সামলে ক
কওয়া উচিত।

হেমা। আমি যা হইনে কোন ? তোর বাবার কি, আমা
স্বামীকে আমি যা খুসি তাই কোব্বো। তে
তাতে মাথা ব্যথা কি ?

রাজী। দারগা বাবা। তুমি ঠেকে কিছু দোলোনা, উ
বড় অভিমানিনী, আমায় যা বোলেন বোলেন
তার জন্যে কিছু দুঃখনেই; তুমি ঠেকে কিছু নাবোলে
আপনার যা কাঙ্ তাই করো। আর পারতে
বরং মিষ্টি কোরে বোকাও পড়াও।

রঘু। (স্বগতঃ) এতো মেয়েমানুষ নয়, এয়ে পুরুষ
চন্দ্রপুরুষ, কেবল স্বামীর আদরেই নষ্ট হয়েয়ে
(প্রকাশে) ওগো বাছা আমার ঘাট কোয়েছে মা
করো। এসংসারে মেয়েমানুষের কর্তৃত্ব জানলে
আনি চুকতেম্ না; তা বলি কি আমার একটা কথা
রাখবেন কি ?

হেমা। এখন পথে এসো বাদু কি বোলব বল ?

রঘু। দেখুন আপুনি ইচ্চেন বড়মানুষের বউ; সম্পূর্ণ
সুখে আছেন; স্বামীর সোহাগে রোয়েছেন। উনি
আপুনােকে যথেষ্ট ভাল বাবেন, ঠেকে গুরুত্ব তুলে
জ্ঞান, আর প্রাণের সহিত ভালবাসা উচিত।

হেমা । ওহে বাপু তুমি কি আশায় ভজি, আর প্রেমের
শিঞ্জেদিতে এসেছ, একি জোরের কাহ্ন? এতে
মনের ফুর্তি চাই ।

রঘু । মনের ফুর্তি না হবার কারণ? উনিতো আপনার
প্রতি কখন কুব্যবহার করেন না, উনি যত দূর
ভালবাসেন, তা ঠাঁর ব্যবহারেই জানা যাচ্ছে
আর বিবেচনা করুন সতী স্ত্রীর কর্তব্য কি? স্বামী
যেমন হোক্‌না কেন, স্ত্রীলোক মাত্রেই তাঁর ইচ্ছা
ধীন হওয়া কর্তব্য । কিন্তু আপনার সকলই বিপ-
রীত । আপনি কিনা স্বামীকে বঞ্চনা কোরে, তাঁর
অসাক্ষাতে পরপুরুষের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ
কোচ্ছেন? এটা কি উচিত? লোকে শুন্লে
বলবে কি ।

হেমা । বাহবা এই যে পাদরি সাহেবের মত উপদেশ
দিচ্চো! চের হয়েছে আর কেন? আশায় আবার
সতীত্ব শেখাচ্ছেন, আমরা মরি কি কথাই বো-
লোন, পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ কর্চি, পর
পুরুষ কেহে? তুমি যে দেখ্‌চি বড় লম্বা লম্বা কথা
বোল্‌চো ।

রঘু । অপরিচিত পর পুরুষকে? তা সকলেই দেখ্‌তে
পাচ্ছে । ভাল ঐরা দুজন কে ?

হেমা । যেহোক্‌না কেন? তোমায় তার লেখা দেব কি?

কেন কর্তাকে জিজ্ঞাসা কর না, উনি কি চেনেন না।

বেশ কোরে চাউরে দেখতে বল ?

রঘু। উনি চিন্লে কি আর এতদূর হয় ? আপনার উচিত আমার কথায় প্রত্যুত্তর দেওয়া। আচ্ছা আমি একবার জিগ্যাস করি উনি যদি না চেনেন আর আপনি যদি সম্যক উত্তর দিতে না পারেন, কাজেই আমাকে শক্তাশক্তি কোর্ভে হবে। (কর্তার প্রতি) মহাশয় আপনি ইহাদের দুজনকে অথবা একজনকেও চেনেন দেখুন দেখি।

রাজী। (চরিত্রিক নীরকঃ করিয়া কম্পন) বাবা আমায় আব্ কড়াও কেন। আমিও পূর্বেই বোলেছি যে—
হেমা। বড় যে চপ্প করে রৈলে, ও কর্তা, বলি কি বলবে বলনা : চেন কি না চেন, চাউরে বল : ঠিক যদি না বল তো ক্ষেতেপাবে ?

রাজী। বাবা রঘুনাথ তুমি প্রশ্নালাদের প্রেস্তার করো।

‘আগি কোন কল্ম ব্যাটাদের দেখিনি, আমি ওদের চিনিও ?’

হেমা। অ। অ। মায়া তুমি এদের চেননা, ও কালামুখে ও মপা দি পাগে ও নিবংশের ব্যাটা, তুমি এদের কখন দেখনি, ওঁর চোকে আঙুল লাগুক, কাকে কি বলি হান ওর নাই।

দার। (সম্বোধে) এত গালাগালির প্রয়োজন কি ?

উনি তোমাকে সাফ্ জবাব দিয়েছেন্ চেনেন্ না,
আমি আর শুন্তে চাই না। আমি এদের আইন
মতে গ্রেপ্তার কোরুবো, তবে এখনো বলচি যদি
তুমি, এদের, কোনরকমে চিনিয়ে দিতে পার তথবা
সকল কথা মপট স্বীকার কর তাহলে বরং অব্যাহতি
পেতে পার।

হেমা। গ্রেপ্তার করবে করনা, শেষ পস্তাবে কর্ত্তাও
টের পাবে।

দার। আমিত সেই নিমিত্তই পূর্বে সাবধান কচ্চি?
এখন বল এঁরা কে-(শ্যামার প্রতি) ও তোমার কে?

হেমা। কেন? উনি আমার গুরু পুত্র।

দার। (প্রিয়র প্রতি) এ কে?

হেমা। উনি আমার ভিক্ষা পুত্র।

রাজী। (কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইয়া করপুটে
ক্রন্দন স্বরে) প্রেয়সী তোর ননে কি এই ছিল?
আমি কি দোষ করেছি—রে—আমি কি তো—
মা—র—তেজা—পু—*(পদতলে পড়িয়া মুচ্ছা)

রাম। কিহলো কিহলো; রাজীব বাবু—ছি-ছি-ছি তুমি
এমন কাপুরুষ।

দার। (অগ্রসর হইয়া) স্ত্রেন পুরুষের এই রূপ হৃদশাই
ঘটে। (একপাশ্ দিয়া শ্যামাপদর প্রস্থান)
পাক্ড়াও শ্যালাকে পাক্ড়াও পাক্ড়াও।

(রাজীব ও রামকান্ত বাতীত সকলের প্রস্থান)

রাজী। (সকাতরে) রামকান্ত! কি হোলো ভাই?
আমি গেলেম যে, হায়! হায়! হায়! হায়! সর্ব-
নাশী আমার এই খোয়ার কাজে।

রাম। হবে আর কি? “বৃদ্ধস্য তরুণী ভাৰ্য্যা” হোলো
এরূপ হোয়েই থাকে। তুমি তো আমার কথা
শুনলে না।

রাজী। না শুনে আমার এই দুর্দশা হোলো, সভ্য মহা-
শয়েরা তো দেখতে পাচোন; আমি এতদিনে
জান্ লেম যে——

সমানে সমান বিনা প্রকৃত প্রণয়।

ধরাধামে কদাচন দৃষ্ট নাহি হয় ॥

ধনীসনে ধনীজনে সদালাপে রয়।

নির্জননের সনে কভু প্রেম নাহি হয় ॥

সাধুচায় সাধুসঙ্গ গুণী গুণী জনে।

তরুরে তরুরে সখা বিবিধ বিধানি ॥

তরুণী তরুণ সনে মনোম্লাসে রয়।

বৃদ্ধসনে রসরঞ্জে মত্ত নাহি হয়।

সমতার বিপরীত যথা দৃষ্টি হয়।

প্রকৃত প্রণয় নাহি জানিবে নিশ্চয় ॥

অবনিকা পতন।

